কচুয়া উপজেলা পরিষদ
বার্ষিক পরিকল্পনা
(২০২২-২০২৩)

উপজেলা পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।

তথ্য ,পরিকল্পনা ও বাজেট ২০২২-২০২৩
কচুয়া উপজেলা পরিষদ, চাঁদপুর।

কারিগরি সহযোগিতা ঃ
উপজেলা পরিষদ, কচুয়া, চাঁদপুর

সার্বিক সহযোগিতা ঃ
কচুয়া উপজেলা পরিষদের সম্মানিত সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

উপজেলা তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই
উপজেলা পরিষদ, কচুয়া, চাঁদপুর।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
উপজেলা পরিষদ, কচুয়া চাঁদপুর।

প্রকাশনায় ঃ
মোঃ শাহজাহান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।

সম্পাদনা ঃ
মোঃ নাজমুল হাসান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কচুয়া, চাঁদপুর।

অর্থায়নে ঃ
উপজেলা পরিষদ, কচুয়া, চাঁদপুর।

প্রকাশকাল ঃ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ

সহযোগিতায় ঃ
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কচুয়া, চাঁদপুর।

তথ্য সংগ্রহ ও কম্পোজ ঃ
মোঃ সোহেল পাটোয়ারী
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
উপজেলা পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।

কৃতজ্ঞতায় ঃ
উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ-কর্মচারীবৃন্দ,কচুয়া, চাঁদপুর।

ডিজাইন ও মুদ্রণ ঃ
চৌধুরী অফসেট প্রেস, চাঁদপুর।

তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট ২০২২-২০২৩

উপজেলা পরিষদ, কচুয়া, চাঁদপুর।

উৎসর্গ

প্রিয় কচুয়া উপজেলাবাসীকে

বাণী

স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র বিমোচন, স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও তৃণমূল পর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উপজেলা পরিষদের তথ্য পরিকল্পনা এবং বাজেট বই (২০২২-২০২৩) বইটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে কচুয়া উপজেলা পরিষদের তথ্য পরিকল্পনা এবং বাজেট বই (২০২২-২০২৩) প্রণয়ন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এবং উপজেলা পরিষদের কর্মকান্ডকে আরও গতিশীল করবে।

এ পরিকল্পনা বই উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল রাখবে এবং এর সুদূর প্রসারী ফলাফল বয়ে আনবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত "দিন বদলের সনদ" বাস্তবায়নে এ উদ্যোগ যথার্থ ভূমিকা রাখবে বলে আমার প্রত্যাশা। এ উপজেলার সর্বসাধারণের জীবন মানসহ সামগ্রিক উন্নয়নে আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

কচুয়া উপজেলা পরিষদের তথ্য, পরিকল্পনা এবং বাজেট বই প্রকাশে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা করায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়নাধীন উপজেলা গর্ভন্যান্স প্রজেক্ট (ইউজেডজিপি) এর মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড.মহীউদ্দীন খান আলমগীর (এমপি)
২৬০, চাঁদপুর-১
নির্বাচনী এলাকা কচুয়া।

বাণী

কচুয়া উপজেলা পরিষদ ২০২২-২০২৩ সালের জন্য পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রনয়ণ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ২০২৬ সালের মধ্যে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিণির্মানে উপজেলা পর্যায়ে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

বছর মেয়াদী পরিকল্পনাটির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে কচুয়া উপজেলার অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নারী উন্নয়ন ঘটবে মর্মে বিশ্বাস করি।

কচুয়া উপজেলার বার্ষিকী বই প্রণয়নের এই উদ্যোগের জন্য উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি কচুয়া উপজেলা পরিষদের তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের এই মহৎ প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই।

(কামরুল হাসান)
জেলা প্রশাসক
চাঁদপুর।

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো উপজেলা পরিষদ। আমি জেনে আনন্দিত যে, কচুয়া উপজেলায় ২০২২-২০২৩ সাল পর্যন্ত বছর মেয়াদী বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। এতে জন অংশগ্রহণের মাধ্যমে চাহিদা নিরূপণ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ এবং জনগণকে সম্পৃক্ত রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে গণতান্ত্রিক, শক্তিশালী, স্বচ্ছ, জবাবদিহি, উন্নয়নমুখী ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। উপজেলা পরিষদকে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে স্থানীয়ভাবে জনগণের অংশগ্রহণে পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন হলো এ লক্ষ্য অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা জানি সুষ্ঠুভাবে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য সঠিক ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনার কোন বিকল্প নেই। উপজেলা পরিষদ এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এরই ধারাবাহিকতায় কচুয়া উপজেলায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কচুয়া উপজেলার অন্তর্গত চৌদ্দটি ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম, উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চলমান কার্যক্রম ও আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন কর্মকান্ডের তথ্যচিত্র এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জনগণের অংশগ্রহণে প্রস্তুত এ পরিকল্পনা স্থানীয় সম্পদ, উন্নয়ন সহযোগী এবং সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদানের অর্থে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ বৃহৎ কর্মকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

(ইমতিয়াজ হোসেন)
উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
স্থানীয় সরকার
চাঁদপুর।

বাণী

বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগাতে প্রতিটি উপজেলায় জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সু-শাসন, স্বচ্চতা, জবাবদিহিতা প্রতিটি কাজে প্রতিটি মানুষের দাবী। সকল কাজ ও প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি সুচিন্তিত হলে এবং তা যদি সৎ, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও জনপ্রতিনিধি দ্বারা তৈরি করা ও বাস্তবায়িত হয়, তাহলে অবশ্যই সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজের স্বচ্ছতা থাকবে, থাকবে জবাবদিহিতা ।

১৯৮২ সালে প্রণীত অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম, ১৯৯০ সালে ২য়, ২০০৯ সালে তৃতীয়, ২০১৪ সালে চতুর্থ মেয়াদে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে ৫ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। আমাদের এই দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু মানব সম্পদ অধিক তাই কোন পরিকল্পনা ছাড়া যত্রতত্র অর্থ ব্যয় করে কোন কাজ করলে আমরা কোন দিনই উন্নতির শিখরে আরোহন করতে পারবোনা।

এ কর্ম পরিকল্পনার সুফল যাতে কচুয়া উপজেলার প্রতিটি মানুষ ভোগ করতে পারে সে জন্য আমি বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার হাতকে আর ও সম্প্রসারিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মোঃ শাহজাহান)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।

বাণী

উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ সালে প্রণীত হলেও দীর্ঘ সময় পর বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ রহিত করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে উপজেলা পদ্ধতি পূনঃ প্রচলন করে। ২০১৯ সালে ৫ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করতে ২০১১ সালে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন পাশ হয়।

কচুয়া উপজেলার কোন মানুষ যেন উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না জনপ্রতিনিধি হিসেবে এ প্রত্যাশা করি যেন। আমরা হয়তো জনগণের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবনা। জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা প্রশাসন যদি একত্রিত হয়ে কাজ করে তাহলে আমার মনে হয় আমরা আমাদের লক্ষ্য পৌঁছতে পারব।

(মোঃ মাহবুব আলম)
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।

বাণী

লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুন্দর ও সঠিক কর্মপরিকল্পনা থাকলে আশানুরূপ লক্ষ্য অর্জন হবে। মহৎ কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর পরিকল্পনা হচ্ছে কাজের অর্ধেক। জীবনের প্রতিটি কাজেই পূর্ব পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। কচুয়া উপজেলা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। এ উপজেলায় একটি বার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরী করা হলে আইন-শৃংখলার উন্নতি সাধন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, সমাজসেবা, দারিদ্র দূরীকরণসহ জনকল্যাণ ও সু-শাসন নিশ্চিত হবে।

এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(সুলতানা খানম)
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।

বাণী

সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বছর ব্যাপী (২০২২-২০২৩) উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। উন্নয়নের গতিধারা সুষ্ঠু ও সমান্তরালে প্রবাহিত করার জন্য এ ধরণের একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের বিকল্প নেই। স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কচুয়া উপজেলা পিছিয়ে। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কচুয়া উপজেলাকে সুখী, সমৃদ্ধশালী, দারিদ্রমুক্ত, শিক্ষিত উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে উপজেলা পরিষদ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অতীব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়।

স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। জনগণের মতামতের সর্বোচ্চ গুরুত্বের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অনুরোধ করছি। এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিগত বছর সমুহে রাজস্ব উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তির ধারবাহিকতায় ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

কচুয়া উপজেলা পরিষদের জন্য প্রণীত বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩) উপজেলাবাসীর উন্নয়নে অশেষ অবদান রাখবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(মোঃ নাজমুল হাসান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কচুয়া, চাঁদপুর।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা, উপজেলার পরিচিতি ও নামকরণ

১.১ ভূমিকা।
১.২ কচুয়া উপজেলা পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি।
১.৩ প্রাচীন কীর্তি।
১.৪ কচুয়া উপজেলার নামকরণ।
১.৫ কচুয়া উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি।
১.৬ ভাষা ও সংস্কৃতি।
১.৭ মুক্তিযুদ্ধেকচুয়া।
১.৮ প্রত্যাশা।
১.৯ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য।
১.১০ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন প্রক্রিয়া।
১.১১ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল।
১.১২ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা।
১.১৩ কচুয়া উপজেলার মানচিত্র।
১.১৪ কচুয়া উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স এর অনুমোদিত মাষ্টার প্লাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ উপজেলা তথ্য ভান্ডার

২.১ উপজেলার মৌলিক তথ্য।
২.২ উপজেলার বিভাগ ভিত্তিক তথ্যসমূহ।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা, উপজেলার পরিচিতি ও নামকরণ

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা

১.১ ভূমিকা

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তরের স্থানীয় সরকার। উপজেলা পরিষদ আইনে ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১১) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকে অন্যতম কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় পঞ্চবার্ষিক ও বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রথম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২৬ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ইতোমধ্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। পরিকল্পনা ছাড়া কোন জাতি, দেশ বা সমাজ উন্নতির শিখরে অগ্রসর হতে পারেনা। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়। বর্তমান সরকারের রূপকল্প' ২০২৬, উপজেলা পরিষদের সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলার জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কচুয়া উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১.২ কচুয়া উপজেলা পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি

চাঁদপুর বাংলাদেশের অন্যতম নদী বন্দর ও বাণিজ্যিক শহর। বাংলাদেশের প্রথম ব্র্যান্ডিং জেলা চাঁদপুর। ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর। বৃটিশ শাসনামল থেকেই পাট ব্যবসায় চাঁদপুরের বিশ্ব জোড়া সুনাম ছিল। কচুয়া উপজেলায় কোন নদী না থাকলেও জেলা শহরটিকে দু:ভাগ করে মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ডাকাতিয়া নদী।

কথায় বলে- "চাঁদপুর ভরপুর জলে আর স্থলে
মাটির মানুষ আর সোনার ফলে"।

চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার বিষয়ে কিছু লিখিত হলে প্রথমে জেলার সাথে পরিচিত হতে হয়। চাঁদপুর জেলা হওয়ার পুর্বে মহকুমা ছিল। মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ খ্রিঃ এবং জেলার মর্যাদা লাভ করে ১৯৮৪ খ্রিঃ। চাঁদপুরকে এক সময় বলা হত গেইটওয়ে -টু-ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, চাঁদপুর বাংলাদেশর বৃহত্তম নদী বন্দর।

১.৩ প্রাচীন কীর্তিঃ

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে কচুয়া উপজেলার অবদান অপরিসীম। এ উপজেলার প্রাচীন কীতি হিসেবে মনসা মুড়া, তুলাতলীর মঠ উজানী নগর বেহুলা লক্ষীন্দরের পাটাপুতা, চাঁদ সওদাগরের ডুবন্ত ডিঙ্গি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কচুয়া উপজেলার বিখ্যাত ব্র্যান্ডিং পণ্য হচ্ছে সাচারের প্যারা সন্দেস ও ঘোঘড়ার বিলের/সাইরার বিলের কইমাছ। প্রাচীন পূরাকীর্তি হিসেবে সাহারপাড় দিঘি, দুলাল রাজার দিঘি, বখতিয়ার খাঁ শাহী মসজিদ, নাহারা কড়ইয়া রাজবাড়ি, হযরত ক্বারী ইব্রাহিম সাহেবের মাজার, শাহ নেয়ামত শায়ের মাজার ও ১৫০ বছরের পুরোণে ঐতিহ্যবাহী সাচার রথ (যা ১৯৭১ সনে পাক বাহিনি আগুনে পুড়িয়ে দেয়) ও সাচার জগন্নাথ মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উজানী বখতিয়ার খাঁ শাহী মসজিদ এর পার্শ্বে উজানী জামেয়া ইসলামিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে পীরএ কামেল হযরত ইব্রাহিম রঃ আঃ এ মাযার শরীফ অবস্থিত এখানে প্রতি বছর ২দিন ব্যাপী কয়েক লক্ষ ইসলাম অনুরাগী ভক্তের উপস্থিতে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

১.৪ কচুয়া উপজেলার নামকরণ ঃ

জনশ্রুতি রয়েছে যে, ব্রিটিশ শাসন আমলের একজন বিদেশী সার্ভেয়ার (জরিপকারক) কে অত্র অঞ্চলটি সার্ভে/জরিপ করার জন্য দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়। তিনি বর্তমান কুচুয়াস্থ মুন্সী বাড়ি এলাকায় জরিপ কালে তার বিভাগীয় উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সার্ভের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে অর্থাৎ জরিপ কতটুকু হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে তার নিজস্ব ভাষায় বলেন যে, কুচ-হুয়া অর্থাৎ কিছুটা হয়েছে। এ থেকেই কালক্রমে মানুষের মুখে মুখে পরিমার্জিত হয়ে "কুচ-হুয়া" থেকে হতে "কচুয়া" নামকরণ হয়েছে মর্মে সমাদৃত রয়েছে।

১.৫ কচুয়া উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি ঃ

কচুয়া উপজেলার ক) উত্তরে- দাউদকান্দি উপজেলা, খ) দক্ষিণে-হাজীগঞ্জ উপজেলা, গ) পূর্বে-বরুড়া, উপজেলা ও চান্দিনা উপজেলা, ঘ) পশ্চিমে- মতলব দক্ষিণ উপজেলা। ব্রিটিশ শাসনামলে কচুয়া উপজেলা হাজীগঞ্জ উপজেলার অধীনে ছিল।

কচুয়া উপজেলায় কোন রেলপথ, নৌপথ নেই। শুধুমাত্র সড়ক পথে যাতায়াত ব্যবস্থা আছে। বৃটিশ শাসনামলে চাঁদপুর হয়ে রেল,সড়ক ও নৌ পথে কলিকাতা হতে ভারতের পূর্বাঞ্চল, আসাম ও ত্রিপুরায় যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল। কচুয়া চাঁদপুর জেলার অধীন হলেও সাচার হয়ে ঢাকার দূরত্ব খুব বেশী নয়। ঢাকা হতে এ উপজেলার মাত্র ৯০ কিমিঃ। সে অনুযায়ী কচুয়া রাজধানী ঢাকার সন্নিকটে বলা যায়। কচুয়া হতে রাজধানীতে যাতায়াতের দুটি সড়ক পথ রয়েছে একটি সড়ক পথ সাচার হয়ে ঢাকা এবং অন্যটি শাহরাস্তি-কুমিল্লা হয়ে ঢাকা।

১.৬ ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ

কচুয়া উপজেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগলিক অবস্থান এই উপজেলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের অন্তর্গত চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যান্য উপজেলার মত এখানকার মানুষের ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য অন্যান্য উপজেলার মতই, তবুও কিছুটা বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ভাষা সহজীকরণের প্রবণতা রয়েছে। কচুয়া উপজেলার আঞ্চলিক ভাষার সাথে চাঁদপুর জেলার অন্যান্য উপজেলা, ফরিদগঞ্জ, শাহরাস্তি, হাজীগঞ্জ, মতলব, হাইমচর এর ভাষার আংশিক মিল রয়েছে। তবে ফরিদগঞ্জ, শাহরাস্তি, হাজীগঞ্জ এসকল এলাকায় নোয়াখালির আঞ্চলিক উচ্চারণ মিশ্রিত রয়েছে।

১.৭ মুক্তিযুদ্ধে কচুয়া ঃ

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে কচুয়া উপজেলায় অবদান অপরিসীম, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিঃ কচুয়া উপজেলা হানাদার মুক্ত হয়। প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় হানাদার মুক্ত দিবসটি পালন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কচুয়া উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সিরাজুল মাওলাকে সরকার বীরউত্তম উপাদিতে ভূষিত করেন। এ উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির সম্মানে প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে বিজয় দিবস পালিত হয়। ১৯৭১ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর কচুয়া- হাজীগঞ্জ সীমান্তে রঘুনাথপুর বাজারে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে কয়েক জন বীর যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ শহীদ হন। এ স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য রঘুনাথপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে এবং প্রতি বছর ৮ই সেপ্টেম্বর দিবসটি পালন করা হয়।

১.৮ প্রত্যাশা

কচুয়া উপজেলার সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন কল্পে, কচুয়া উপজেলার জনগনের প্রয়োজনীয় বাস্তব ভিত্তিক ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে একটি উন্নয়নকামী শক্তিশালী উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

১.৯ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য

উপজেলা পরিষদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই এই সীমাবদ্ধ সম্পদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক এবং সঠিক ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। কারণ পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব। উপজেলা পরিষদের এলাকায় বর্তমানে বিভিন্ন স্টকহোল্ডারদের অর্থাৎ উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত, অহস্তান্তারিত এবং অন্যান্য বিভাগ বা সংস্থাসমূহ তাদের বিভাগীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম এর মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণে কার্যক্রম এর ক্ষেত্রে দক্ষতা পরিকল্পিত হচ্ছেছ না। ফলে সম্পদের সুষ্ঠু ও অগ্রাধিকার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে না। বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২৬, সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য এবং উপজেলা পরিষদের সকল স্টকহোল্ডারদের অর্থাৎ হস্তান্তরিত ও

অহস্তান্তারিত, অন্যান্য বিভাগ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ, কার্যক্রম এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সমন্বিত করে উপজেলা ভিত্তিক সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা বই তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.১০ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন প্রক্রিয়া

উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরকে সম্পৃক্ত করে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রথমতঃ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য কচুয়া উপজেলা পরিষদ বিশেষ সভায় উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্যগণকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে খাতভিত্তিক সমস্যা বিশ্লেষণ অগ্রাধিকার নিরুপনের মাধ্যমে খাতভিত্তিক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

অতপর পরিকল্পনা কমিটিস্থায়ী কমিটি সমূহের নিকট থেকে খাতভিত্তিক প্রস্তাবনা সংগ্রহ করে একটি সমন্বিত খসড়া পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে। তৃতীয়তঃ উপজেলা পরিষদের সকল হস্তান্তরিত এবং অ-হস্তান্তরিত ও অন্যান্য বিভাগকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে বিভাগ ভিত্তিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি কর হয়। পরবর্তিতে পরিকল্পনা কমিটি উপরোক্ত বিভাগ ভিত্তিক তথ্য ও পরিকল্পার সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদের খসড়া সমন্বিত পঞ্চবর্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

চর্তুথতঃ উপজেলা পরিষদের বিশেষ সভায় পরিকল্পনা কমিটি সমন্বিত খসড়া পঞ্চবার্ষিক উপস্থাপন করে। উক্ত বিশেষ সভায় সমন্বিত খসড়া পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ প্রদান করে। সবশেষে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত অনুমোদন করে।

১.১১ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

ক) সরকারী অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পুরক/পরিপুরক প্রকল্প গ্রহণ।
খ) উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ ও প্রকল্পের সমন্বয় সাধন।
গ) অংশ গ্রহণমূলক মনিটরিং প্রক্রিয়া অনুসরণ।
ঘ) নিম্ন থেকে উর্ধমূখী পরিকল্পনা প্রক্রিয়া অনুসরণ।

১.১৩ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতাঃ

কচুয়া উপজেলা পরিষদ পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে এই পরিকল্পনা বই এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই বার্ষিক পরিকল্পনার বই-এর উলেখযোগ্য অংশ হল হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিতএবং অন্যান্য সকল বিভাগ/সংস্থাসমূহ থেকে ভিত্তি তথ্য এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহকরা এবং সেই তথ্যের বিশ্লেষণ করা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগের তথ্যের ঘাটতি এবং বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিভাগসমূহের আগ্রহ কম ছিল। এমতাবস্থায়, পরিকল্পনা বই প্রণয়নেরক্ষেত্রে নির্দেশনা অনুযায়ী সকল বিভাগ/সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় তথ্যও সময়মত পাওয়া যায়নি।

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল স্টকহোল্ডার অর্থাৎ হস্তান্তরিত, অ-হস্তান্তরিত এবং বিভাগসমূহকে পরিকল্পনা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ এবং সম্পৃক্ত করা একটি সময়-সাপেক্ষ প্রক্রিয়া কিন্তু এই পরিকল্পনা ঊন তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায়নি। পরিকল্পনা বই প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত অনেক প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রমের তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সংশয় প্রকাশ করেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কথা উলেখ করেছে। ফলে সঠিক সময়ে তাদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

১.১৪ কচুয়া উপজেলার মানচিত্র

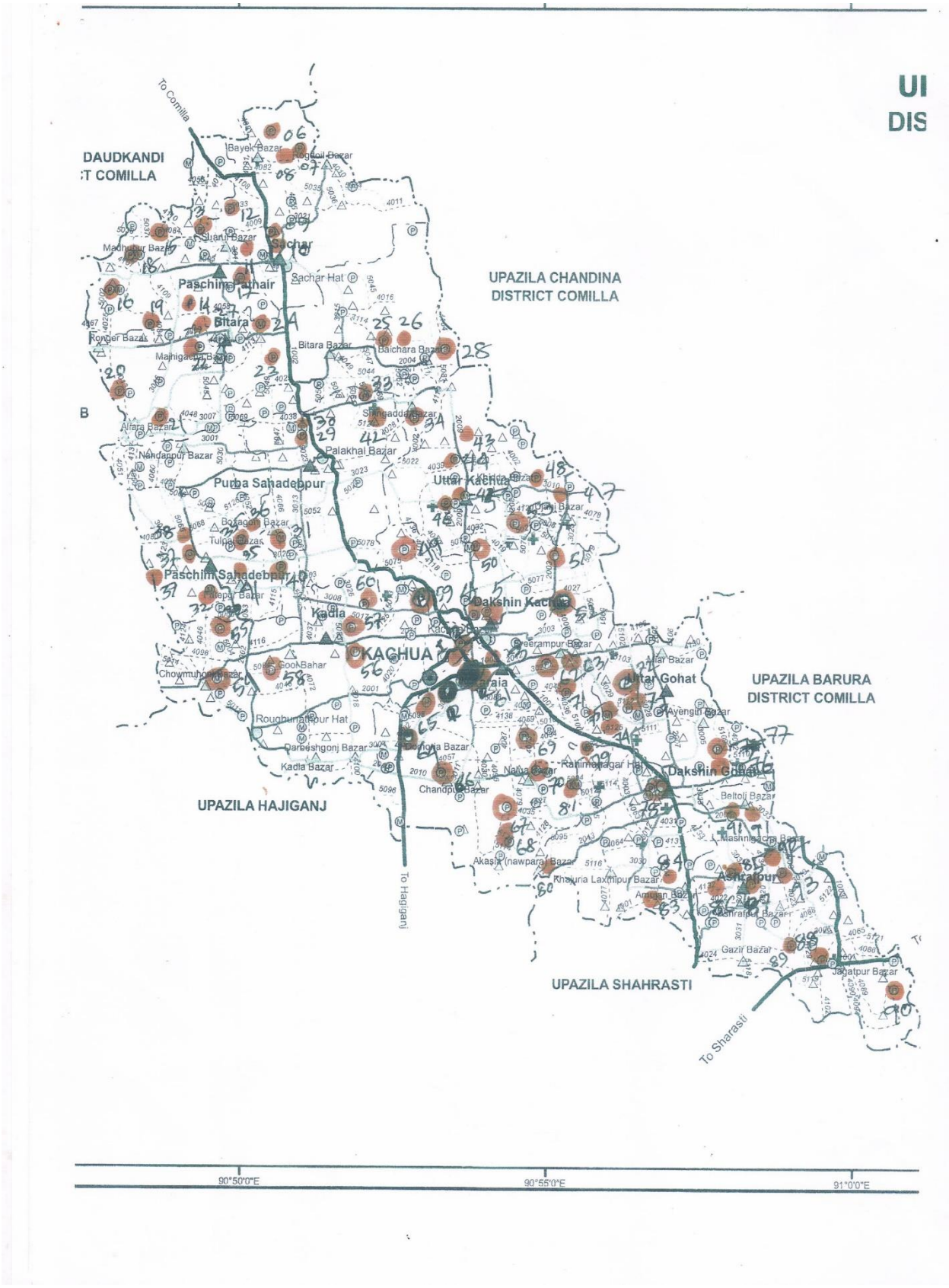

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপজেলা তথ্য ভান্ডার

এক নজরে কচুয়া উপজেলা

সাধারণ তথ্যাদি

এ উপজেলায় মোট আয়তন	=	২৩৮ বর্গ কিলো মিটার বা ৫৮২৭১ একর।
বর্তমান লোক সংখ্যা	=	পুরুষ ২০৬২১৩ জন
		মহিলা ২২৯৭৯৫ জন।
মোট খানার সংখ্যা	=	৯৪১২০ টি
প্রতি বর্গ কিমিঃ লোকসংখ্যার ঘনত্ব	=	১৬২১ জন (প্রায়)।
এ উপজেলায় লোক সংখ্যার	=	শতকরা ৯২ ভাগ মুসলমান।
বর্তমান শিক্ষার হার	=	৫৬.৮০ ভাগ।
মোট ব্যাংকের সংখ্যা	=	২৭টি

এ উপজেলার জনগণের মূল পেশা কৃষি হলে ও আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং ক্ষুদ্র শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের কারণে অ-কৃষি পেশাজীবির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তদুপরি কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকূলতার ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে কৃষির প্রতি একটা অনাগ্রহের প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	১৭১ টি				
সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	০২ টি				
সরকারী কলেজ	ঃ	০১ টি				
বেসরকারী কলেজ	ঃ	০৮ টি				
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল	ঃ	১ টি				
সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	ঃ	১টি				
বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	৪০ টি,	পৌরসভা ঃ ০১ টি।	বেসরকারী মাদ্রাসা	-	৩৬ টি
ইউনিয়ন পরিষদ	ঃ	১২ টি,	এতিমখানা ঃ ১৫টি	কওমী মাদ্রাসা	-	১৭৮টি
গ্রাম ও মহল্লা	ঃ	২৫২ টি ,		কিন্ডার গার্টেন	-	১১৫ টি
শিক্ষার হার	ঃ	৫৬.৮০%				
হাট বাজার	ঃ	২৭ টি				
এনজিও	ঃ	৩০ টি				
নির্বাচনী এলাকা	ঃ	২৬০ চাঁদপুর-১ (কচুয়া)				

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

১। ১২টি ইউনিয়নে বর্তমানে ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। ৫০ সয্যা বিশিষ্ট ১টি সরকারি হাসপাতাল, ইউনিয়ন সাবসেন্টার ০৪টি রয়েছে এছাড়া ২টি বেসরকারি হাসপাতাল, ১৭ টি ডায়গনষ্টিক রয়েছে।

২। ১২টি ইউনিয়নে ১২টি মেডিকেল টিম এবং কচুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১টি মেডিকেল টিম সার্বক্ষনিক ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য রোগ বালাই কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত

ইউনিয়ন ভূমি অফিস	ঃ	১০ টি
পৌর ভূমি অফিস	ঃ	০১ টি
হাট-বাজারের সংখ্যাঃ	ঃ	২৭ টি

পরিবার পরিকল্পনা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	ঃ	১১ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	ঃ	৩৫ টি

সাধারণ তথ্যাবলী

পোস্ট অফিস	ঃ	২৮ টি
ডাকবাংলো	ঃ	০২ টি
লাইব্রেরী	ঃ	০৩ টি
খাদ্য গুদাম	ঃ	০১টি
কোল্ড স্টোরেজ	ঃ	০৩টি
মসজিদ	ঃ	১১৬৭টি
মন্দির	ঃ	২৫২টি
গরু,ছাগল,হাস,মুরগীর খামার	ঃ	১০২৪টি

যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

পাকা সড়ক	ঃ	৩৮১ কিমি
কাঁচা সড়ক	ঃ	৬১৫ কিমি
ব্রীজ	ঃ	২৫০ টি
কালভার্ট	ঃ	৭৫০ টি

বিভাগ ভিত্তিক তথ্য

এক নজরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের তথ্য

০১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কচুয়া, চাঁদপুর।

০২। অফিস পরিচিতি ঃ প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় রয়েছে। এ অফিসটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ।

০৩। উপজেলা প্রশাসনের পটভূমি ঃ

কচুয়া থানা প্রতিষ্ঠিত হয় ২৫/০১/১৯১৮ খ্রিঃ এবং উপজেলায় রূপ লাভ করে ১৫ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ খ্রিঃ। জনশ্রুতি রয়েছে যে, ব্রিটিশ শাসন আমলের একজন বিদেশী সার্ভেয়ার (জরিপকারক) কে অত্র অঞ্চলটি সার্ভে/জরিপ করার জন্য দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়। তিনি বর্তমান কচুয়াস্থ মুন্সী বাড়ি এলাকায় জরিপ কালে তার বিভাগীয় উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সার্ভের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে অর্থৎ জরিপ বা কতটুকু হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে তার নিজস্ব ভাষায় বলেন যে, কুচ-হুয়া অর্থাৎ কিছুটা হয়েছে। এ থেকেই কালক্রমে মানুষের মুখে মুখে পরিমার্জিত হয়ে "কুচ-হুয়া" থেকে হতে "কচুয়া" নামকরণ হয়েছে মর্মে সমাদৃত রয়েছে।

০৪। সিটিজেন চার্টার

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানের সময় সীমা	সেবা প্রদানের প্রদ্ধতি	সেবা প্রদানের স্থান
০১	কৃষি/অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত, পেরীফেরীভূক্ত হাট-বাজার একসনা বন্দোবস্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) হতে প্রাপ্তির পর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে।	উপজেলা ভূমি অফিস হতে প্রস্তাব প্রেরণের পর উপজেলা নির্বাহী অফিস হতে প্রস্তাবটি সুপারিশ সহকারে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে অগ্রবর্তী করা হয়।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়।
০২	ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্ধে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম (টি.আর, কাবিখা, কাবিটা ও ত্রাণ সামগ্রী)।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ২ (দুই) দিনের মধ্যে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস।
০৩	এল.জি.ই.ডি কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঠিকাদারের বিল/প্রকল্প কমিটির সভাপতির বিল প্রদান।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ২ (দুই) দিনের মধ্যে।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর বিল অনুমোদন, প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস।

০৪	হাট-বাজার বাৎসরিক ইজারা প্রদান।	প্রতি বছরের ১লা বৈশাখের আনুমানিক ২ (দুই) মাস পূর্বে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।	হাট-বাজার নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়।
০৫	জলমহাল ইজারা প্রদান।	প্রতি বছরের ১লা বৈশাখের আনুমানিক ২ (দুই) মাস পূর্বে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।	জলমহাল ইজারার নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
০৬	সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী বে-সরকারী কলেজ, হাই স্কুল ও মাদ্রাসার বেতন বিল প্রদান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলী।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে বেতন বিল প্রাপ্তির ২ (দুই) দিনের মধ্যে এবং যে কোন প্রশাসনিক কাজের প্রস্তাব প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে।	প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক বিল দাখিলের পর।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
০৭	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সদস্যাদের সরকারী অংশের সম্মানী ভাতা প্রদান এবং সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা প্রদান।	সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে।	সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির পর সম্মানী ভাতা বা বেতন ভাতা ব্যাংক থেকে কালেকশন করে প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
০৮	ধর্ম মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জেলা পরিষদ, সংস্থা/বিভাগ কর্তৃক বিবিধ অনুদান বিতরণ।	বরাদ্ধ প্রাপ্তির পর বিষয়টি সুফলভোগীকে অবহিত করা হয়। সুফলভোগী কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক কাগজ-পত্রাদি দাখিলের পর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে অর্থ প্রদান করা হয়।	সুফলভোগী কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক কাগজ-পত্রাদি দাখিলের পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক অর্থ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা।
০৯	জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা।	বিধি মোতাবেক।	চ.উ.জ. অপঃ, ১৯১৩ অনুযায়ী।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
১০	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও রিপোর্ট রিটার্ণ প্রেরণ।	প্রতি সপ্তাহে একদিন।	সরকারের আদেশ ও বিভিন্ন আইন মোতাবেক।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।
১১	হজ্বব্রত পালনের ফরম বিতরণ ও পরামর্শ প্রদান।	আবেদনের সাথে সাথে।	আবেদন মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিস হতে ফরম, তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিস ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়।
১২	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংক্রান্ত পরামর্শ, তথ্য ও করণীয় সম্পর্কে সেবা প্রদান।	চাহিদা মোতাবেক স্বল্প সময়ে প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসে এসে পরামর্শ চাওয়া হলে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিস ও ইউপি চেয়ারম্যান।
১৩	বিভিন্ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন।	কমিটির সদস্য-সচিবের সাথে আলাপের মাধ্যমে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে।	সদস্য-সচিবের চাহিদা মাফিক।	বিভাগীয় কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
১৪	বি.সি.আই.সি/ভর্তুকি সারের প্রতিবেদন প্রেরণ।	আগমনী বার্তা প্রাপ্তির দিন।	সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

১৫	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কমিটি।	অভিযোগ প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়কে নোটিশ প্রদান করা হয়।	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কমিটি কর্তৃক পক্ষদ্বয়ের শুনানী গ্রহণ শেষে নিস্পত্তি করা হয়।	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

এছাড়াও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উপজেলায় নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

- ❖ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করণ।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ।
- ❖ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় ত্রাণ কাজে সহায়তা প্রদান।
- ❖ আইন-শৃংখলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- ❖ সরকারী কার্যক্রমের সহায়ক শক্তি হিসাবে দায়িত্ব পালন।
- ❖ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের তদারকিকরণ।
- ❖ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন।
- ❖ মন্ত্রণালয়ের সকল নীতিমালা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন।
- ❖ ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন।
- ❖ ভ্রাম্যমান আদালতের মাদক দ্রব্যের ব্যবহার রোধ, খাদ্যে ভেজাল রোড ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ।

এক নজরে কচুয়া উপজেলার কৃষি অফিসারের কার্যালয় এর তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা কৃষি অফিস, কচুয়া, চাঁদপুর।

২। অফিস পরিচিতি ঃ প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা কৃষি অফিস রয়েছে। এই অফিসটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত ও জেলার উপ-পরিচালক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ

উপজেলা কৃষি অফিসের ভূমিকা হচ্ছে একটি যথাযথ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি ও কৃষক পর্যায়ে চাহিদা ভিত্তিক সেবার মান নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে উপজেলা কৃষি অফিসের উলেণ্ঢখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে: উচ্চমূল্য শস্য উৎপাদন ও বহুমুখীকরণসহ বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান; উন্নত কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদে, লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যহারে এবং মডেল কৃষি খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান; সার, বীজ ও সেচসহ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির প্রাপ্তিস্থান ও ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ প্রদান; দানাদার ফসল, পাট, ফল ও শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে পরামর্শ প্রদান; ভূ-উপরিস্থিত পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান; কৃষি বিষয়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান; বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে কৃষিতে বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান; পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও গ্রহণে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান এবং কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ব্লকে পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো ঃ

অফিস প্রধানের পদবী: উপজেলা কৃষি অফিসার। তাঁকে কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য রয়েছেন একজন অতিরিক্ত কৃষি অফিসার, একজন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, একজন সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, একজন উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার, একজন স্প্রেয়ার মেকানিক ও দুইজন প্লান্ট প্রোটেকশন মোকাদ্দম। এছাড়া হিসাব রক্ষণ ও প্রাত্যহিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সহায়ক হিসেবে রয়েছেন একজন উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক, দুইজন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, একজন অফিস সহায়ক, দুইজন নিরাপত্তা প্রহরী ও একজন ঝাড়ুদার।

আওতাধীন অফিস: সম্প্রসারণ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নকে দুইভাগে ভাগ করে উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন কর্ম এলাকাকে ১৮টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্লকের সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা তার ব্লকে দৈনন্দিন সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের অফিস রয়েছে যা কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এছাড়া কৃষকেরা যেন তাদের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন সে ব্যাপারে সাহায্য করা, স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ব্লক সম্প্রসারণ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা এবং অন্যান্য সম্প্রসারণ সহযোগী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণে কৃষকদের সহায়তা প্রদান উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব।

৫। **সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার):**

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কচুয়া, চাঁদপুর-এর সিটিজেন চার্টার

সেবাগ্রহিতা	ক্রমিক নং	সেবার বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪
কৃষক/কৃষক দল, আইপিএম/ আইসিএম ক্লাবের সদস্য, বিভিন্ন সরকারী/ বেসরকারী সংস্থা।	১	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দায়িত্ব হলো সকল শ্রেণির কৃষকদেরকে তাদের চাহিদা ভিত্তিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।	
	২	সর্বশেষ গবেষণালব্ধ ফলাফল ও বিজ্ঞানসম্মত কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ করে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	
	৩	উন্নত উৎপাদন কলাকৌশল গ্রহণে কৃষকদের সহযোহিতা ও উদ্বুদ্ধকরণ।	
	৪	বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কৃষকদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা যাতে কৃষকগণ তাদের সমস্যাদি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণপূর্বক সমাধান পেতে পারে।	
	৫	কৃষকদের যে সমস্ত সমস্যা সমাধানে জাতীয় পর্যায়ের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, সে সমস্ত সমস্যা ও চাহিদা কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন বিভাগে পাঠানোর জন্য মাধ্যম হিসাবে কাজ করা।	
	৬	উচ্চমূল্য শস্য উৎপাদন ও বহুমুখীকরণসহ বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান।	
	৭	উন্নত কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদে, লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যহারে এবং মডেল কৃষি খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	
	৮	সার, বীজ ও সেচসহ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির প্রাপ্তিস্থান ও ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।	
	৯	দানাদার ফসল, পাট, ফল ও শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে পরামর্শ প্রদান।	
	১০	ভূ-উপরিস্থিত পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।	
	১১	কৃষি বিষয়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	
	১২	বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে কৃষিতে বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	
	১৩	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও গ্রহণে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	
	১৪	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	
	১৫	কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ব্লক পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	
	১৬	কৃষি ব্যবসা ও বিপণনের প্রসার ঘটানো ও ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি কমানো এবং যেসব শ্রমজীবি মানুষ কৃষি ব্যবস্থাকে পেশা হিসেবে নিতে চান তাদেরকে কারিগরি শিক্ষা প্রদান।	
	১৭	দুর্যোগকালীন করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ।	

- **সেবা প্রদানের নূন্যতম সময়সীমা: সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা।** (জরুরী অবস্থায় সার্বক্ষণিক)
- **সেবা প্রদানের আইনগত ফি/ ব্যয়: নাই।**

এই সেবা প্রদানের সাথে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট রয়েছেন:

- উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্লক।
- উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিস, কচুয়া, চাঁদপুর ।
- অতিরিক্ত কৃষি অফিসার/কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার/সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিস, কচুয়া, চাঁদপুর উপজেলা কৃষি অফিসার, কচুয়া, চাঁদপুর ।

চাহিত সেবা নির্ধারিত সময়ে না পাওয়া গেলে প্রথম পর্যায়ে অভিযোগ করা যাবে: অতিরিক্ত কৃষি অফিসার/কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার/সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিস,উপজেলা , জামালপুর। প্রথম পর্যায়ে অভিযোগের প্রতিকার না পেলে দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযোগ করা যাবে: উপজেলা কৃষি অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিস,উপজেলা , জামালপুর। দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযোগের প্রতিকার না পেলে তৃতীয় পর্যায়ে অভিযোগ করা যাবে: উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জামালপুর।

৬। ভিশন:

অধিকতর ফসল উৎপাদন এবং কৃষি কার্যক্রম বহুমূখীকরণের মাধ্যমেউপজেলা উপজেলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।

৭। মিশন:

১. যথাযথ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও উপকরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

২. কৃষি বহুমূখীকরণ ও অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন ফসল চাষাবাদের মাধ্যেমে উৎপাদন বৃদ্ধি।
৩. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/উদ্যোগক্তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে টেকসই কৃষি উন্নয়ন।

৮। কৃষি ক্ষেত্রে সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও আশংকা (SWOT):

একটি বস্তুনিষ্ঠ, কার্যকর ও ফলপ্রসূ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা এবং আশংকাসমূহ সঠিকভাবে বিবেচনা করা।

সক্ষমতা (Strength)	**দুর্বলতা (Weakness)**
১. অভিজ্ঞ মাঠকর্মী বিদ্যমান। ২. কৃষি উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ। ৩. প্রধান প্রধান শস্য উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি বিদ্যমান। ৪. নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী ও সৃজনশীল কৃষক। ৫. ফসলের উন্নত জাত। ৬. সেচের পানির প্রাপ্যতা। ৭. বিদ্যমান আর্থিক সহায়তা/প্রণোদনা। ৮. কৃষকদের চিরাচরিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। ৯. কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ও কৃষক ব্যাংক একাউন্ট।	১. উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার মূল্যের অস্থিতিশীলতা। ২. উপকরণ (পানি, বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) ব্যবহারের সীমিত দক্ষতা। ৩. কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অপর্যাপ্ততা। ৪. কার্যসম্পাদন ও তদারকির জন্য যানবাহনের অপর্যাপ্ততা। ৫. ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের আবাসিক ব্যবস্থা নেই। ৬. প্রশিক্ষণের জন্য আধুনিক সরঞ্জামের অভাব; যেমন: প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।

সম্ভাবনা (Opportunity)	**আশংকা (Threat)**
১. কৃষিতে আত্ম-কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ। ২. হাইব্রীড প্রযুক্তি সম্প্রসারণের পর্যাপ্ত সুযোগ বিদ্যমান। ৩. ফলন পার্থক্য হ্রাসের পর্যাপ্ত সুযোগ বিদ্যমান। ৪. পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।	১. পরিবেশগত সংকটাপন্নতা (জলবায়ু পরিবর্তন, জলাবদ্ধতা, রোগবালাই ও পোকামাকড়)। ২. ক্রমহ্রাসমান চাষযোগ্য জমি ও অকৃষি কাজে কৃষি জমি ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি। ৩. ক্রমাবনতিশীল মাটির স্বাস্থ্য। ৪. বিলুপ্তিমান কৃষি জীববৈচিত্র।

৯। চিহ্নিত সমস্যাবলী এবং সমস্যার অগ্রাধিকার র‍্যাঙ্কিং:

চিহ্নিত সমস্যা	গুরুত্বের মাত্রা	স্বউদ্যোগে করতে পারি	সরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	বেসরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	মোট	র‍্যাঙ্কিং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অনাকাঙ্খিত রোগবালাইয়ের উপস্থিতি।	১০	৫	৯	৮	৩২	১ম
ক্রমহ্রাসমান চাষযোগ্য জমি ও অকৃষি কাজে কৃষি জমি ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি।	১০	৩	৯	৫	২৭	৩য়
ক্রমাবনতিশীল মাটির স্বাস্থ্য।	৮	৬	৮	৯	৩১	২য়
জলাবদ্ধতার কারণে চাষযোগ্য জমি পতিত থাকা এবং ফসলের উৎপাদন কমে যাওয়া।	৯	২	৮	৮	২৭	৩য়
চাষযোগ্য জমির মাটির উপরিভাগ অকৃষি কাজে ব্যবহারের কারণে জমি অচাষযোগ্য হয়ে পড়া।	৯	২	৪	৯	২৪	৫ম
যানবাহনের অপ্রতুলতার কারণে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি ব্যাহত হওয়া।	৭	২	৯	৮	২৬	৪র্থ
উপকরণ (পানি, বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) ব্যবহারের সীমিত দক্ষতা।	৯	৩	৮	৬	২৬	৪র্থ
কৃষক প্রশিক্ষণের জন্য আধুনিক সরঞ্জামের অভাব; যেমন: ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।	৯	১	৯	৮	২৭	৩য়
ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের আবাসিক ব্যবস্থা অপ্রতুল।	১০	১	৯	১	২১	৬ষ্ঠ
আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্পর্কে কৃষকদের সম্যক ধারণার অভাব।	১০	৫	৮	৮	৩১	২য়

এক নজরে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্য

০১। অফিসের নাম : সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কচুয়া, চাঁদপুর।

০২। অফিস পরিচিতি:

বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। উক্ত কার্যালয়টি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত ও সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

০৩। অফিসের কার্যক্রম : দেশের মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের নিমিত্ত উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীগুলো হল : পোনা মাছ অবমুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মৎস্য সপ্তাহ কর্মসূচী বাস্তবায়ন, মৎস্য আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন, মৎস্য চাষীদের পরামর্শ ও সেবা প্রদান, মৎস্য খামার, আড়ৎ, বরফকল ও খাদ্য কারখানা রেজিস্ট্রেশন, জলমহাল ব্যবস্থাপনা। এ ছাড়াও আধুনিক চাষ উপকরণ সংগ্রহে ও রেণু পোনা সংগ্রহে মৎস্য চাষীদের সহায়তা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন বাজার ও আড়ৎ পরিদর্শন, খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় করা, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও জনকল্যাণে সামাজিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদানসহ সরকারের নির্বাহী আদেশে অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

০৪। অফিসের জনবল কাঠামো :

অফিস প্রধানের পদবী: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা।

তাহাকে সহায়তা করার জন্য রয়েছেন একজন সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, একজন ক্ষেত্র সহকারী, একজন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও একজন অফিস সহায়ক।

আওতাধীন অফিস: নেই।

০৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার):

দপ্তরের কার্যাবলী:

০১. মৎস্য ও চিংড়ি চাষী এবং উদ্দোক্তাদের উন্নত প্রযুক্তি ভিত্তিক মাছ ও চিংড়ি চাষের পরামর্শ প্রদান।

০২. মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন।

০৩. মৎস্য ও চিংড়ি চাষ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কারিগরী উপযোগিতা যাচাই ও প্রকল্প প্রস্তাব প্রনয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উদ্দোক্তা ও মৎস্য চাষীকে ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

০৪. উন্নত জাতের পোনা মাছ ও চিংড়ি চাষের বিভিন্ন উপাদান উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহে সহযোগীতা প্রদান।

০৫. উপজেলাধীন মৎস্য সম্পদের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।

০৬. মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

০৭. মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে মাছ ও চিংড়ি চাষে অনুমোদন বিহীন দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করন ও সংক্রমনের উৎস সনাক্তকরন এবং হ্যাসাপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

০৮. আহরনোত্তর মাছ ও চিংড়ি অবতরন কেন্দ্র/ডিপো পরিদর্শন এবং সেগুলোর পরিষ্কার পরিছন্নতা রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করন।

০৯. জনগণকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে নতুন প্রযুক্তি হাতে কলমে প্রদর্শনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের সাহায্যে প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন।

১০. মৎস্য ও চিংড়ি চাষ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রসারণ সামগ্রী চাষী/মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিতরন।

১১. জাটকা নিধন রোধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় সহায়তা করা।

সেবা প্রদান কারী কর্মকর্তা / কর্মচারীর পদবী	যথাসময়ে সেবা পাওয়া না গেলে যার সাহায্য চাইবেন	চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হলে বা সময়মত সহায়তা না পাওয়া গেলে যার কাছে অভিযোগ করবেন
সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া, চাঁদপুর ।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাঁদপুর।

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ	সেবা গ্রহনকারী ক্লায়েন্ট	সেবা প্রদানের সময়সীমা
১	মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে জনগণকে পুষ্টি যোগাতে সহায়তা প্রদান।	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে

২	প্রশিক্ষন ও মত বিনিময় সভা আয়োজনের মাধ্যমে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
৩	অফিসে আগত মৎস্যচাষীদের মৎস্যচাষ বিষয়ক সেবা প্রদান	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
৪	ব্যাক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে মৎস্য ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
৫	ম্যৎস্যচাষের আধুনিক উপকরণ সংগ্রহে সহায়তা করা।	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
৬	জনগনকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধকরন ও কারিগরী সেবা প্রদান।	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
৭	দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে সহায়তাসেবা প্রদান।	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
৮	মাছ ও চিংড়ি অবতরনকেন্দ্র/ ডিপো পরিদর্শন এবং সেগুলোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	মৎস্যচাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
৯	জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় যেকোন সেবা	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে

০৬। ভিশন:

উপজেলার মাছের চাহিদা পূরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশীয় বাজারে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ মাছ সরবরাহ করা।

০৭। মিশন:

ক) উন্নত প্রযুক্তিতে মাছ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
খ) বিপুল সংখ্যক মৎস্য চাষীদের মাঝে আধুনিক ও নিরাপদ মৎস্য চাষ প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়া;
গ) উপজেলার সকল আড়ত, মৎস্য খাদ্য উৎপাদক ও বিক্রেতা, হ্যাচারি ও খামার লাইসেন্সের আওতায় আনা;
ঘ) সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এবং বেসরকারী সংগঠন/ উদ্দোক্তাদের মাঝে সমন্বয় সাধন।

০৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT):

শক্তি (Strength) ১. অভিজ্ঞ জনবল রয়েছে। ২. দুটি সচল ল্যাপটপ ও দুটি সচল ডেস্কটপ রয়েছে। ৩. দুটি সচল মোটরসাইকেল রয়েছে। ৪. পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্যচাষী রয়েছে। ৫. উন্নত জাতের পোনা সরবরাহে স্থানীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক নার্সারার রয়েছে। ৬. বিভিন্ন ভালো কোম্পানির পরীক্ষিত মৎস্য খাদ্য সরবরাহ যথেষ্ট।	দূর্বলতা(Weakness) ১. অফিস কাজে কম্পিউটারের অপ্রতুলতা। ২. মাঠ পর্যায়ে জনবল সল্পতা। ৩. ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন অফিস নেই। ৪. অফিস সহায়কের পদ শূন্য। ৫. প্রশিক্ষণ কক্ষের অভাব।
সম্ভাবনা(Opportunity) ১। প্রচুর পুকুর ও নিচু জমি রয়েছে ২। প্রচুর মৎস্য খামার রয়েছে ৩। অনেক খাল রয়েছে যেখানে মাছের মজুদ বাড়ানো সম্ভব ৪। সাধারন জনগন উন্নত প্রযুক্তি গ্রহনে আগ্রহী ৫। কয়েকটি বড় বাজার রয়েছে	হুমকি (Threat) ১। মাছের রোগ বিস্তার ৩। জলবায়ু পরিবর্তন (তাপমাত্রার অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি) ৪। পানি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকা ৫। প্রাকৃতিক দূর্যোগ (খরা, বন্যা ইত্যাদি) ৬। ক্রমশ মৎস্য খাদ্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়া।

০৯। চিহ্নিত সমস্যাবলী এবং সমস্যার অগ্রাধিকার র‍্যাঙ্কিংঃ

চিহ্নিত সমস্যা	গুরুত্বের মাত্রা	স্বউদ্যোগে করতে পারি	সরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	বেসরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	মোট	র‍্যাঙ্কিং
১.ইউনিয়ন/ মাঠ পর্যায়ে জনবলের স্বল্পতা	৩	৩	৩	২	১১	২য়
২.যানবাহন মোটরসাইকেল) এর অপ্রতুলতা	৩	২	৩	৩	১১	২য়
৩.প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বরাদ্দের অপ্রতুলতা	৩	২	৩	৩	১১	২য়
৪.প্রশিক্ষণ কক্ষের অভাব	৩	৩	৩	৩	১২	১ম

৫.প্রশিক্ষণ উপকরণ (ল্যাপটপ, প্রজেক্টর প্রভৃতি) এর অপ্রতুলতা	২	২	৩	৩	১০	৩য়
৬.পানি পরীক্ষার কীটবক্স এর অপ্রতুলতা	৩	৩	৩	৩	১২	১ম
৭.অফিস কাজে কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ অপ্রতুল	৩	৩	৩	৩	১২	১ম
৮.প্রজেক্টের মাছ চুরি হওয়া	২	২	২	৩	৯	৪র্থ
৯.যৌথ মালিকানাধীন জলাশয়ে মাছ চাষে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব	৩	২	৩	৩	১১	২য়
১০. প্রয়োজনীয় অফিস কক্ষের অভাব	৩	২	২	২	৯	৪র্থ
১১.Reference materials/books প্রয়োজন	২	২	২	২	৮	৫ম

এক নজরে কচুয়া উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, কচুয়া, চাঁদপুর ।

২। অফিস পরিচিতি ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, কচুয়া, চাঁদপুর।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ

ক। পাঁকা সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
খ। ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
গ। ক্ষুদ্র পানিসম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
ঘ। অন পেভমেন্ট ও অফ-পেভমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ (এলসিএস)।
ঙ। এমএমটি দ্বারা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ।
চ। উপজেলা পরিষদ ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
ছ। উপজেলা পরিষদের আওতায় আবাসিক ভবন সমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
জ। ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
ঝ। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
ঞ। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।
ট। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ।
ঠ। হাটবাজার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
ড। Road ও Inventory ও ম্যাপ প্রস্তুত করণ।
ঢ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
ণ। উপজেলা পরিষদের আওতায় প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন ও কারিগরী সহায়তা প্রদান।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো : ১(এক) জন উপজেলা প্রকৌশলী, ১(এক) জন উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, ৩(তিন) জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ১(এক) জন নক্সাকার (উপ-সহকারী প্রকৌশলী), ১(এক) জন হিসাব রক্ষক, ১(এক) জন কমিউনিটি অর্গানাইজার, ১(এক) জন হিসাব সহকারী, ১(এক) জন সার্ভেয়ার, ১(এক) জন অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১(এক) জন অফিস সহকারী, ৫(পাঁচ) জন কার্য-সহকারী, ১(এক) জন ইলেকট্রিশিয়ান, ২(দুই) জন অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) ও ১(এক) জন নৈশ প্রহরী। সর্বমোট ২১ জন।

অফিস প্রধানের পদবী ঃ উপজেলা প্রকৌশলী

আওতাধীন অফিস ঃ প্রতিটি ইউনিয়নে উপসহকারী প্রকৌশলীর দপ্তর

৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) ঃ

১। পাঁকা সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
২। ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৩। ক্ষুদ্র পানিসম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৪। অন পেভমেন্ট ও অফ-পেভমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ (এলসিএস)।

৫। এমএমটি দ্বারা উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ।
৬। উপজেলা পরিষদ ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৭। উপজেলা পরিষদের আওতায় আবাসিক ভবনসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৮। ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৯। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
১০। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।
১১। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ।
১২। হাটবাজার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
১৩। Road ও Iventory ও ম্যাপ প্রস্তুত করণ।
১৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
১৫। উপজেলা পরিষদের আওতায় প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও কারিগরী সহায়তা প্রদান।

৬। ভিশন ঃ টেকশই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

৭। মিশন ঃ গ্রামীণ সড়ক, নেটওর্য়াক, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা এবং সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সদাতৎপর থাকা।

৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (Swot):

শক্তি (Strength) ১। দক্ষ, প্রশিক্ষিত, উদ্দ্যমী ও ত্যাগিকর্মীবাহিনী । ২। অফিসের কম্পিউটার ও পর্যাপ্ত পরিমাণ কারিগরী যন্ত্রপাতি সচল আছে।	**দুর্বলতা(Weakness)** ১। উন্নয়ন কাজ সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করতে গেলে বিভিন্ন প্রকার বাধার সৃষ্টি হয়। ২। উন্নয়নকাজ বাস্তবায়নে যথা সময়ে অর্থ পাওয়া যায়না। ৩। কাজের উপযুক্ত সময়ে পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়না। ৪। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য গাড়ী, মোটর সাইকেল অপ্রতুলতা। ৫। প্রাকৃতিক কারণ বর্ষা ও জলা বদ্ধতা।
সম্ভাবনা (Opportunity) ১। তথ্য প্রযুক্তির সহজলভ্যতা। ২। সরকারী বরাদ্দ উত্তর উত্তরবৃদ্ধি পাওয়া।	**হুমকি (Threat)** ১। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ।

এক নজরে কচুয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, কচুয়া, চাঁদপুর।

২। অফিস পরিচিতি ঃ প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে। এই অফিসটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত আঞ্চলিক উপ-পরিচালক ও জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৩। অফিস কার্যক্রম ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল - মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি বিতরণ, শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডি/ম্যানেজিং কমিটি গঠনে দায়িত্ব পালন করা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মনিটর করা, উপবৃত্তি প্রদানে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা, পাবলিক পরীক্ষা সমন্বয় করা, বৃত্তির বিল প্রদান করা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণ ও বিতরণ করা, নির্ধারিত ফরমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী তথ্য সরবরাহ করলে যাচাই- বাছাইয়ের পর কোটা অনুসারে বরাদ্দ দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ তদারকি করা, স্নাতক মাদরাসা গুলোতে গভর্ণিং বডিতে দায়িত্ব পালন করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাময়িক, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠান সমন্বয় করা, জঙ্গী বিরোধী সভা, মাধক বিরোধী সভা, বাল্য বিবাহ বিরোধী সভা, ইভটিজিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নবায়নের জন্য পরিদর্শন করা ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করা ।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো ঃ অফিসের প্রধানের পদবী- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ২জন ৩য় শ্রেণীর ও ২জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী।

৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)ঃ

১। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি বিতরণ।
২। শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা।
৩। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি /ম্যানেজিং কমিটি গঠনে দায়িত্ব পালন করা।
৪। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।

৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মনিটর করা।
৬। উপবৃত্তি প্রদানে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা।
৭। পাবলিক পরীক্ষা সমন্বয় করা।
৮। বৃত্তির বিল প্রদান করা।
৯। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণ ও বিতরণ করা।
১০। নির্ধারিত ফরমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী তথ্য সরবরাহ করলে যাচাই বাছাইয়ের পর কোটা অনুসারে বরাদ্দ দেওয়া।
১১। প্রতিষ্ঠান থেকে যে কোন তথ্য পাওয়ার পর যাচাই বাছাই করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করা।
১২। যে কোন অভিযোগ পাওয়ার সর্বোচ্চ ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করা।
১৩। শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে জনবল কাঠামো অনুসারে প্রাপ্যতার সনদ প্রদান।
১৪। শিক্ষামন্ত্রণালয় /সরকারের নির্দেশনা অনুসারে যে কোন দায়িত্ব পালন করা।
১৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কাজে তদারকি করা।
১৬। শিক্ষা মন্ত্রণালয় /অধিদপ্তর /শিক্ষবোর্ডের নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা।
১৭। স্নাতক মাদরাসা গুলোতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির প্রতিনিধি হিসাবে গভর্ণিংবডিতে দায়িত্ব পালন করা।
১৮। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে দায়িত্ব পালন করা।
১৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাময়িক, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠান সমন্বয় করা।
২০। জঙ্গী বিরোধী সভা।
২১। মাধক বিরোধী সভা।
২২। বাল্য বিবাহ বিরোধী সভা।
২৩। ইভটিজিং প্রতিরোধ সংক্রান্তসভা।

৬। ভিশন : তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্মত শিক্ষা।

৭। মিশন :

- তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাদান নিশ্চিত কল্পে শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষন প্রদান
- শিক্ষার্থী বান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নিশ্চিত করন।
- হাইজানিক টয়লেট ও পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- ম্যানেজমেন্টকে সক্রিয় করন।

স) ক্ষমতা(Strength	দুর্বলতা (Weakness)
১।অফিসের ঘাটতি জনবল পুরন ২। একটি হাই রেজুলেশন কম্পিউটার পুরন ৩। অধিকাংশ শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষন প্রাপ্ত। ৪। সকল বিদ্যালয় স্কাউট,গাইড.রোভার ও বিএনসিসি আওতাভুক্ত ৫। ৪০% শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতাভুক্ত। ৬। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। ৭। বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষাপোকরণ আছে। ৮। শিক্ষক-শিক্ষিকাগন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যান। ৯। পি টি এ কার্যক্রম ১০। মাদক,সন্ত্রাস,বাল্যবিবাহ ,ইভটিজিং বিরোধী কার্যক্রম সক্রিয়।	১। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বসার বেঞ্চ অপ্রতুল। ২। কিছু বিদ্যালয়ে শৌচাগার ব্যবহার উপযোগী নয়। ৩। সহকারি শিক্ষকের অনেক পদ শূন্য। ৪। অধিকাংশ শ্রেণি কক্ষ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মাল্টিমিডিয়া ক্লাস উপযোগী নয়। ৫। ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় সমূহে সীমানা প্রাচীর নেই। ৬। সকল বিদ্যালয়ে পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই। ৭। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাঝে সেবাদানের মনোভাবের অভাব ৮। দুর্বল জনসম্পৃক্ততা। ৯। অভিভাবকদের অসচেতনতা।
সম্ভাবনা (Opportunit)	হুমকি (Threat)
১। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ২। বিভিন্ন এনজিওদের সম্পুরক শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে এবং নিচ্ছে। ৩। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাদানকার্যক্রমগতিশীল করা । ৪। দুর্বল শিক্ষাথীদের উন্নয়নে অতিরিক্ত ক্লাস পরিচালনা ও গরীব শিক্ষার্থদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা ।	১। রাজনৈতিক চাপ। ২। ছাত্র শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া। ৩। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

- অবকাঠামো সম্প্রসারন ও সংস্কার

৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT) ঃ

৯। চিহ্নিত সমস্যাবলী এবং সমস্যার অগ্রাধিকার র‍্যাঙ্কিং ঃ

চিহ্নিত সমস্যা	গুরুত্বের মাত্রা	স্বউদ্যোগে করতে পারি	সরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	বেসরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	মোট	র‍্যাঙ্কিং

১। অফিস এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে আসবাব পত্রের অভাব।	২	২	১	১	৬	১ম
২। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই এবং শৌচাগার ব্যবহার অনুপযোগী।	২	১	১	১	৫	২য়
৩। S M C সক্রিয় নয় এবং প্রশিক্ষণ ও নাই	২	১	১	১	৫	২য়
৪। ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নাই।	২	১	১	১	৫	২য়
৫। রাজনৈতিক চাপ।	১	১	১	১	৪	৩য়
৬। মাল্টিমিডিয়া ক্লাস উপযোগী শ্রেণি কক্ষের অভাব।	১	১	১	১	৪	৩য়
৭। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা আছে।	১	১	১	-	৩	৪র্থ

কচুয়া উপজেলার সমবায় সংক্রান্ত :

কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ	ঃ ০১ টি
সাধারণ প্রাথমিক সমবায় সমিতি	ঃ ১১৮ টি
পউবো ও সাধারন সমবায় সমিতি	ঃ ১৯৭ টি

এক নজরে কচুয়া উপজেলার সমবায় কার্যালয়ের তথ্য:

১। অফিসের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়,কচুয়া ,চাঁদপুর।

২। অফিস পরিচিতি : বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সমবায় অফিস রয়েছে। এইটি স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ ও জেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৩। অফিসের কার্যক্রম : সমবায় অফিসের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী গুলি হল সমবায় সমিতির নিবন্ধন, অডিট, সমবায় সমিতির নির্বাচন কমিটি গঠন, পরিদর্শন, তদন্ত, অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, অবসায়ন ও সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সমবায় সমিতির বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান করা।তাছাড়া অন্যান্য দাপ্তরিক ও সরকারি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো : অফিস প্রধানের পদবী হল উপজেলা সমবায় অফিসার। তাছাড়া রয়েছে সহকারী পরিদর্শক ০২ (দুই) জন। অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ০১ (এক) জন ও অফিস সহায়ক ০১ (এক) জন। আওতাধীন অফিস নেই।

অফিস প্রধানের পদবী : উপজেলা সমবায় অফিসার।

আওতাধীন অফিস : নাই ।

৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিত (সিটিজেন চার্টার) :

ক. সমবায় সমিতি নিবন্ধনকৃত এবং গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলায় পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক সংগঠন যার সামাজিক সম্পৃক্ততা রয়েছে।

খ. নিবন্ধন বা অনুমোদন ব্যতিত কোন সংগঠন কিংবা সমিতি বা সংঘের নামে সমবায় বা কো-অপারেটিভ শব্দ ব্যবহার করা যায় না এবং কেউ যদি এই আইনটি লংঘন করেণ তবে দায়ী ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসরের কারাদন্ডে বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

গ. একটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২০(কুড়ি) জন ব্যক্তি সদস্যের প্রয়োজন।

ঘ. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি, যার সদস্য হবে একইরূপ অন্ততঃ ১০(দশ) টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি।

ঙ. জাতীয় সমবায় সমিতি অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি, যার সদস্য হবে একই উদ্দেশ্য সম্বলিত ১০(দশ)টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি।

চ. সমবায় সমিতি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্ধারিত ফি, সমিতি প্রস্তাবিত উপ আইনের তিনটি কপি এবং নির্ধারিত অন্যান্য কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের নিকট আবেদপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক ৬০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন কার্য সম্পাদন করবেন অথবা ৩০দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য দাখিলের পরামর্শ দিতে পারেন।

ছ. নিবন্ধন সনদঃ পেশকৃত নিবন্ধনের কোন আবেদন মঞ্জুর হলে নিবন্ধক আবেদনকারীর বরাবরে নির্ধারিত ফরমে একটি নিবন্ধন সনদ ইসু করবেন এবং এ সনদ উক্ত সমিতির নিবন্ধনের ব্যাপারে চুড়ান্ত প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

জ. প্রত্যেক সমবায় সমিতি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যার স্থায়ী ধারাবাহিকতা আছে।

ঝ. সমবায় আইন,বিধি, উপবিধি প্রতিপালন শর্তে সমবায় সমিতি চুড়ান্ত কতৃত্ব তার সাধারণ সভার উপর বর্তাবে।

ঞ. প্রত্যেক সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইন,বিধি,উপবিধি মোতাবেক গঠিত একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে এবং সভায় সম্পাদনযোগ্য কার্য উক্ত কমিটি সম্পাদন করবে।

ট. সমবায় আইন অনুযায়ী প্রত্যেক সমবায় সমিতিকে কমপক্ষে ৭(সাত)টি রেজিষ্টার হালনাগাদ সংরক্ষণ করতে হবে।

ট. সাধারণ সভার অনুমতি ব্যতিত কোন সমবায় সমিতির স্থাবর সম্পতি এবং যন্ত্রপাতি বা যানবাহনের ন্যায় সম্পত্তি যা সমিতির মূলধনের অংশ তা বিক্রয়, বিনিময় যা ৫(পাঁচ) বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে গ্রহন করতে হবে। এর ব্যতয় ঘটলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ঠ. সমিতির হিসাব ও কার্যক্রম নিবন্ধক কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা বাৎসরিক অডিট কার্য সম্পাদন করতে হবে।

ড. সমিতির কার্যক্রমে সংক্ষুব্দ হলে ব্যবস্থপনা কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্য অথবা সাধারণ সদস্যের ১০% নিবন্ধকের নিকট তদন্তের আবেদন করতে পারেন।

ঢ.সমিতির কার্যক্রম,অবসায়ন অথবা নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সংক্ষুব্দ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক এর নিকট বিধি মোতাবেক সালিশ দাবী করতে পারেন। সালিশের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩০দিনের মধ্যে আপিল করতে পারেন।

ণ. সমবায় আইন ভঙ্গকারী কোন ব্যক্তি দশ লক্ষ টাকা জরিমানা বা সাত বৎসরের কারাদন্ড হতে পারে।

ত.সমবায় সংক্রান্ত যেকোন তথ্য বা পরামর্শের প্রয়োজন হলে যে কোন সমবায় কার্যালয়ে পরামর্শ করতে পারেন।

৬। ভিশন : সক্রিয় সমবায়ীদের সহযোগীতায় দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে সমবায় সমিতির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।

৭। মিশন :

- সকল সমবায় সমিতিকে “ক” শ্রেণীতে উন্নীত করণ।
- দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলা।

- নারী নেতৃত্বের বিকাশ
- পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি

৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি ঃ

SWOT

শক্তি : ১। অফিসে জনবলের ঘাটতি নেই। ২। কম্পিউটার সচল। ৩। অফিস কর্মীদের প্রশিক্ষণ আছে। ৪। সমবায়ীদের উত্তোরত্তর দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	দুর্বলতা : ১। দক্ষ সমবায়ী নেতৃত্বের অভাব। ২। সাধারণ জনসাধারনের সমবায় সম্পর্কে স্যামক জ্ঞান নেই। ৩। সমিতিতে নেতৃত্ব শূন্যতা সৃষ্টি হওয়া। ৪। নারী নেতৃত্বের অভাব। ৫। সমবায়ী নেতৃত্বের প্রশিক্ষণের অভাব।
সম্ভাবনা : ১। কিছু কিছু সমবায় সমিতিতে দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে। ২। সমবায় সম্পর্কে সাধারণ জনসাধারনের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে । ৩। আন্তঃ সমবায় সম্পর্ক জোরদার হচ্ছে।	হুমকি : ১। দক্ষ সমবায়ী নেতৃত্বের বিদেশ গমনের প্রবনতা ২। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা। ৩। বিকল্প দক্ষ নেতৃত্ব সৃষ্টি না হওয়া। ৪। নারী নেতৃত্বের বিকাশ না ঘটা।

৯। চিহ্নিত সমস্যাবলী এবং সমস্যার অগ্রাধিকার র‍্যাঙ্কিং :

নং	চিহ্নিত সমস্যা	গুরুত্বের মাত্রা	স্বউদ্যোগে করতে পারি	সরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	বেসরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	মোট	র‍্যাঙ্কিং
১.	প্রশিক্ষণের অভাব	৩	১	২	২	৮	
২.	জন সচেতনতা বৃদ্ধি	৩	৩	১	১	৮	
৩.	বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি	২	২	১	১	৫	
৪.	নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি	২	২	১	১	৫	

১০। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা : ২০২২-২৩

ক্রঃ নং	কী কাজ করা দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ ও উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করা হবে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	প্রশিক্ষন প্রদান	সমবায়ী নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্ব-নির্ভর সমিতি গড়ে তোলা	প্রত্যোক ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায়	১। সরকারি ২। উপজেলা পরিষদ ৩০০০০০/-	১৮০০ জন	সরকারি বরাদ্দের পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ হতে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে।
২.	জন সচেতনতা বৃদ্ধি	সমবায় সমিতির সাথে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করণ	প্রত্যোক ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায়	উপজেলা পরিষদ ১৮০০০০/-	৯০০ জন	উপজেলা পরিষদ হতে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে।
৩.	বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি	নেতৃত্বের অভাবে যেন সমবায় সমিতি বন্ধ না হয়ে যায়।	প্রত্যোক ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায়	সমবায়ীদের সহযোগীতা ১০০০০০/-	১০০০ জন	সমবায় সমিতির অর্থায়নের মাধ্যমে।
৪.	নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি	নারীদের সমবায় সমিতিতে নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	প্রত্যোক ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায়	সমবায়ীদের সহযোগীতা ১০০০০০/-	৫০০ জন নারী	সমবায় সমিতির অর্থায়নের মাধ্যমে।
৫.	সমিতির কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি	সমিতির কর্মচারীরা দক্ষ হলে সমিতির কাজে গতিশীলতা আসে।	সমিতি ভিত্তিক।	সমবায়ীদের সহযোগীতা ৩০০০০০/-	১৫০ জন কর্মচারী	সমবায় সমিতির অর্থায়নের মাধ্যমে।

এক নজরে কচুয়া সমাজসেবা কার্যালয় অফিসারের কার্যালয় তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কচুয়া, চাঁদপুর।

২। অফিস পরিচিতি ঃ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাণাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের একটি দপ্তর হচ্ছে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, যা জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় উপজেলা পরিষদের অন্যতম একটি হস্তান্তরিত বিভাগ। এ কার্যালয়ের মাধ্যমে উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। প্রতি ইউনিয়ন/পৌরসভার দায়িত্বে একজন ইউনিয়ন সমাজকর্মী/পৌর সমাজকর্মী/কারিগরী প্রশিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লে ভবনে সমাজসেবা বিভাগের জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে অফিস সেট আপের বিষয়টি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাধীন রয়েছে।

৩। অফিসের কার্যক্রমঃ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বর্তমানে দেশব্যাপী প্রায় ৪৮ (আটচল্লিশ) টি কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। তম্মর্ধ্যে চাঁদপুর জেলা সমাজসেবা কার্যালয়াধীন উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কচুয়া কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে ঃ

(ক) বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম।
(খ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম।
(গ) অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম।
(ঘ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম।
(ঙ) অনগ্রসর বিশেষ বয়স্ক ভাতা
(চ) বেদে বিশেষ বয়স্ক ভাতা
(ছ) অনগ্রসর শিক্ষা উপবৃত্তি
(জ) হিজড়া শিক্ষা উপবৃত্তি
(ঝ) পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আর.এস.এস) কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
(ঞ) পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আর.এম.সি) কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
(ট) এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুণর্বাসন কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
(ঠ) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।
(ঢ়) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা সমূহ নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে অনুদান প্রদান।
(ণ) উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে অসহায়, গরীব ও দুঃস্থদের সাহায্য প্রদান।
শিশু আইন/২০১৩ এর আলোকে প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস প্রদান।
(ত) সমাজসেবা অধিদফতরের নিবন্ধন প্রাপ্ত বে-সরকারি এতিমখানায় বসবাসরত নিবাসীদের ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান।
(থ) ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম।
(দ) প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধীদের ডাক্তার কর্তৃক চুড়ান্ত সনাক্তকরণ, ডাটাবেইজ প্রনয়ণ ও পরিচয় পত্র প্রদান।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো ঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ	ইউনিট অনুসারে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	১ টি	১ টি	নাই	-	
২	সহকারী সমাজসেবা অফিসার	১ টি	০ টি	১টি		
৩	ফিল্ড সুপারভাইজার	১ টি	১ টি	নাই	-	
৪	উচ্চমান সহকারী যুক্ত হিসাব রক্ষক	১ টি	০টি	০১টি	-	
৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১ টি	১ টি	নাই	-	
৬	ইউনিয়ন সমাজকর্মী	৭ টি	৫ টি	২টি	২ট	
৭	কারিগরী প্রশিক্ষক	৩ টি	৩ টি	নাই	-	
৮	অফিস সহায়ক	১ টি	০টি	১ টি	-	
৯	নিরাপত্তা প্রহরী	০ টি	০টি	নাই	-	
১০	বার্তা বাহক	১ টি	০টি	১ টি		

আওতাধীন অফিস ঃ বর্তমানে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আওতাধীন কোন অফিস নেই। তবে অত্র বিভাগের ক্রমবর্ধমান কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে ইউনিয়ন পর্যায়ে অফিস স্থাপনের বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।

৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) ঃ

সমাজসেবা অধিদফতর থেকে প্রদেয় সেবাসমূহের বিবরণীঃ

ক্রঃনং	কার্যক্রম	সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির সময়সীমা	সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সেবা (সুদমুক্ত ঋণ)					
১।	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম	* পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়নঃ- * সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান; * ৫,০০০/- থেকে ৩০,০০০/- পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান; * লক্ষ্যভূক্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব পুঁজি গঠনের জন্য সঞ্চয় বৃদ্ধি।	নির্বাচিত গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা যিনিঃ-আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরের তালিকাভূক্ত পল্লী সমাজসেবা কার্যাক্রমে কর্মদলের সদস্য/সদস্যা;	নির্ধারিত ফরমে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরন করে আবেদনের পরঃ- ১ম বার ঋণ (বিনিয়োগ) গ্রহনের জন্য আবেদনের পর ১ মাসের মধ্যে; ২য়/৩য় পর্যায়ের ঋণ(পুনঃবিনিয়োগ) গ্রহণের জন্য আবেদনের পর ২০ দিনের মধ্যে।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
২।	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম	* পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনায়নঃ- * পরিকল্পিত পরিবার তৈরীতে সহায়তা প্রদান; * জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়ন; সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন; * ৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান; * লক্ষ্যভূক্ত নারীদের সংগঠিত করে সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজি গঠন;	নির্বাচিত গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা যিনি আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের তালিকাভূক্ত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য।	নির্ধারিত ফরমে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরন করে আবেদনের পরঃ- * ১ম বার ঋণ (বিনিয়োগ) গ্রহনের জন্য আবেদনের পর ১ মাসের মধ্যে; * ২য়/৩য় পর্য্যায়ের ঋণ (পুনঃবিনিয়োগ) গ্রহনের জন্য আবেদনের পর ২০ দিনের মধ্যে।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
৩।	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনবার্সন কার্যক্রম	৫,০০০ থেকে ২০,০০০ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ।	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাদের বাৎসরিক আয় ৬০০০০ টাকার নীচে।	১ম বার ঋণ (বিনিয়োগ) গ্রহণের জন্য আবেদনের পর ১মাসের মধ্যে ২য়/৩য় পর্য্যায়ের ঋণ (পুনঃবিনিয়োগ) গ্রহণের জন্য আবেদনের পর ২০ দিনের মধ্যে।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
সামাজিক নিরাপত্তা সেবা					
৪।	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে বয়স্ক ভাতা প্রদান। বয়স্ক ব্যক্তিদের জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।	দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলার ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ বয়সী হতদরিদ্র পুরুষ এবং ৬২ বছর বা তদুর্দ্ধ মহিলা যার বার্ষিক গড় আয় অনূর্ধ ১০০০০ টাকা।	G2P মাধ্যমে ৩মাস অন্তর নগদ হিসাব নাম্বারে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
৫।	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান।	৬ বছরের উর্দ্ধে সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যিনি বয়স্কভাতা কিংবা সরকার কর্তৃক অন্যকোন	G2P মাধ্যমে ৩মাস অন্তর নগদ হিসাব	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।

		নির্বাচিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জনপ্রতি মাসিক ৮৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।	ভাতা পান না; যিনি চাকুরীজীবি কিংবা পেনশন ভোগী নন; প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাদের বার্ষিক মাথাপিছু পারিবারিক আয় ৩৬০০০ টাকার কম।	নাম্বারে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে।	
৬।	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম	সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান। নির্বাচিত বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।	বয়ঃবৃদ্ধা অসহায় ও দুঃস্থ, বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা যিনি বয়স্কভাতা কিংবা সরকার কর্তৃক অন্যকোন ভাতা পান না; যিনি চাকুরীজীবি কিংবা পেনশন ভোগী নন; মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয়-১২০০০ টাকার কম।	G2P মাধ্যমে ৩মাস অন্তর নগদ হিসাব নাম্বারে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
৭।	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ৪টি স্তরে বিভক্ত করে নিম্নরূপ হারে উপবৃত্তি প্রদানঃ প্রাথমিক স্তর (১ম- ৫ম শ্রেণী) ঃ- জনপ্রতি মাসিক ৭৫০ টাকা হারে মাধ্যমিক স্তরে (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী) ঃ- জনপ্রতি মাসিক ৮০০ টাকা হারে উচ্চ মাধ্যসিক স্তর (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) ঃ- জনপ্রতি মাসিক ৯০০ টাকা হারে উচ্চতর স্তর (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) ঃ- জনপ্রতি মাসিক ১,২০০ টাকা হারে	সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ৫ বছর বয়সের উদ্ধে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী যাদের বার্ষিক মাথাপিছু পারিবারিক আয় ৩৬০০০ টাকার নীচে।	বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে নতুন উপবৃত্তি গ্রহণকারী নির্বাচনসহ উপবৃত্তি বিতরণ এবং নিয়মিত ভাবে শিক্ষাকালীন সময়ে;	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
৮।	প্রবেশন ও আফটার কেয়ার কর্মসূচী বাস্তবায়ন	মাননীয় আদালতের নির্দেশে প্রথম ও লঘু অপরাধে দন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান স্থগিত রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে পারিবারীক/ সামাজিক পরিবেশে রেখে সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা।	সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত প্রবেশনার / ব্যক্তি আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু/কিশোর।	* বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময় সীমা/প্রদত্ত আদেশ।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে।
৯।	হাসপাতাল সমাজ সেবা কার্যক্রম	হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা প্রাপ্তিতে সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান; দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের ঔষধ, রক্ত, পথ্য, চশমা, ক্রাচ, কৃত্রিম অঙ্গ প্রদানসহ বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ; দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যয়ে সহায়তা প্রদান।	হাসপাতালে ভর্তিকৃত সমস্যাগ্রস্থ অসহায়, দুঃস্থ ও দরিদ্র রোগী।	* অসহায় ও দরিদ্র রোগী চিহ্নিত হওয়া বা রোগীর আবেদন করার পর তাৎক্ষনিক ভাবে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সুপারিশক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট রোগী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেণ্ডক্স,চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর এ ভর্তিকৃত গরীব, দুঃস্থ, অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।

১০।	স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ নিবন্ধন ও তত্ত্বাবধান	স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠনের নামকরণের ছাড় পত্র প্রদান। ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থা সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশের ২(চ) ধারায় বর্ণিত সেবামূলক কার্যক্রমে আগ্রহী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/ বে-সরকারী/এতিমখানা/ ক্লাব নিবন্ধন	স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমে আগ্রহী সংগঠন,প্রতিষ্ঠান,ক্লাব,সংস্থা, সমিতি ইত্যাদি।	নিবন্ধন- প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রসহ আবেদন পত্র প্রাপ্তির ২০ কর্মদিবস; নামের ছড়পত্র- প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর ৭ কর্মদিবস।	নামের ছাড়পত্র , নিবন্ধন,কার্যকরী কমিটি অনুমোদন ইত্যাদি সেবার জন্য প্রাথমিক ভাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়।
১১।	বে-সরকারী এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান	১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের প্রতিপালন ও স্নেহ-ভালবাসা ও আদর যত্নের সাথে লালন পালন; আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন প্রদান; শারিরীক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন;	বে-সরকারী এতিমখানার ৬ থেকে ৯ বছর বয়সী এতিম অর্থাৎ পিতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র শিশুর শতকরা ৫০ ভাগ শিশু। কচুয়া উপজেলা ৩২৬জনের মোট ১৩টি বেসরকারী এতিমখানায় বরাদ্দ আসে।	বে-সরকারী এতিমখানা কর্তৃক ক্যাপিটেশন গ্রান্ট এর আবেদন প্রাপ্তির ৭ মাস পর।	সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এর মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
১২।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রাপ্ত সমাজকল্যাণ সংস্থা সমূহের অনুদান প্রদানের সহায়তা	সমাজসেবা অধিদফতর হতে ঘোষিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সমূহে অনুদান: বার্ষিক ৫০,০০০ হতে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকা অনুদান। শহর সমাজ সেবা প্রকল্প সমন্বয় পরিষদের সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা অনুদান। রোগী কল্যান সমিতি সমুহের জন্য ৫০,০০০ হতে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকা অনুদান। নিবন্ধন প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমুহের আয়বর্ধক কর্মসূচীর জন্য অনুদান নিবন্ধন প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমুহের জন্য ৫০০০ হতে ২০,০০০ টাকা সাধারণ অনুদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচীর জন্য সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা অনুদান। প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থা/দুঃস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ বিবেচনায় সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা অনুদান	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র/ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি।	সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রতি বছর আগষ্ট মাসে জাতীয় দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদন করতে হয়।	সমাজ কল্যাণ পরিষদ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন একটি সংস্থা। মাঠ পর্যায়ে পরিষদের কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

ভিশন ঃ সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

৭। মিশন ঃ

- ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ অসহায় ও সমস্যাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান;
- সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৬০ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনমাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন;
- এতিম, অবহেলিত, দুঃস্থ ও বিপন্ন শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- সামাজিক অপরাধ প্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধন, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- অসহায়, দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- স্বেচ্ছাসবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে নিবন্ধন প্রদান, তাদের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ও তত্ত্বাবধান।

- সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে সহায়তা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ,
- পেশাজীবি সমাজকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- এডিসদগ্ধ মহিলাদের সহায়তা ও উন্নয়ন।

৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT) ঃ

সক্ষমতা (Strength)	দুর্বলতা (Weakness)
১. সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ভাতা খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২. দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ খাতে বরাদ্দ প্রদান। ৩. সমাজকল্যাণমূলক চলমান বিভিন্ন কর্মসূচী। ৪. কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার, ১টি স্ক্যানার, ইন্টারনেট মডেম রয়েছে। ৫. প্রতিবন্ধীদের ডাটাবেইজ তৈরী হচ্ছে। ৬. সকল ভাতাভোগীদের নগদ FMFS বের মাধ্যমে ভাতার অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা। ৭. সকল তালিকা কম্পিউটারে সংরক্ষণ।	১. ক্রমবর্ধমান কর্মসূচীর বিপরীতে পর্যাপ্ত পদ ও জনবল নেই। ২. অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ নেই। ৩. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সরকারী যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। ৪. ফটোকপি মেশিন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি নেই। ৫. অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র নেই। ৬. কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নে কর্মসূচী ভিত্তিক আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বরাদ্দ নেই।
সম্ভাবনা (Opportunit)	ঝুঁকি (Threat)
১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণসহ সমাজের দু:স্থ ও অনগ্রসর ব্যক্তিদের কল্যাণে বহুমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ২. প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ জরিপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা নিরুপন ও তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী বান্ধব কর্মসূচী গ্রহণের সুযোগ।	১. বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ। ২. সমাজকল্যাণ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ না থাকা। ৩. ভাতা বাস্তবায়ন কমিটি গুলোতে জনপ্রতিনিধিদের অতিমাত্রায় সম্পৃক্ততা। ৪. তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান সম্পন্ন কর্মচারীর অভাব।

৯। চিহ্নিত সমস্যাবলী এবং সমস্যার অগ্রাধিকার র‍্যাঙ্কিং ঃ

চিহ্নিত সমস্যা	গুরুত্বের মাত্রা	স্বউদ্যোগে করতে পারি	সরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	বেসরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	মোট	র‍্যাঙ্কিং
পর্যাপ্ত জনবলের অভাব	৩	১	৩	১	৮	২য়
অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ নেই	৩	১	৩	১	৮	২য়
অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র নেই	২	১	৩	১	৭	৩য়
কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সরকারী যানবাহন নেই	৩	১	৩	১	৮	২য়
অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র নেই	৩	১	৩	১	৮	২য়
রাজনৈতিক চাপ	৩	১	৩	১	৮	২য়
সমাজকল্যাণ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ না থাকা	৩	১	৩	১	৮	২য়
তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান সম্পন্ন কর্মচারীর অভাব	৩	১	৩	১	৮	২য়
কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নে কর্মসূচী ভিত্তিক আনুষাঙ্গিক ব্যয়ের বরাদ্দ নেই	৩	১	৩	১	৮	২য়
ফটোকপি মেশিন, ফ্যাক্সসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি নেই	৩	১	৩	১	৮	২য়

এক নজরে কচুয়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, কচুয়া, চাঁদপুর।
জনবল কাঠামোতে উপজেলা এলাকায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার পদ আছে। উপজেলা পর্যালয়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তার নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

২। অফিসেরকার্যক্রম ঃ উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী হল ঃ
আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে ভিজিডি, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ও বৃত্তিমূলক কার্যক্রম (আপাততঃবন্ধ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহকে অনুদান প্রদানে সহায়তা করে। নির্বাচন কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ছাড়া ও জনকল্যাণে সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের উপরসচেতনতা সৃষ্টি করা হয় ও সমস্যা সমাধানের সহায়তা দানসহ সরকারের নির্বাহী আদেশে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা হয়। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলার কোথাও বাল্য বিবাহ সংঘটিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেলে বাল্য বিবাহ বন্ধে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনচার্টার) ঃ

(১) ভিজিডি কার্যক্রম ঃ ভিজিডি কর্মসূচীর আওতাধীন দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান ও আয়বর্ধক কর্মসূচীতে তাদের জড়িতকরন, এই কার্যক্রমের অধীনে ভিজিডি কার্ডধারী মহিলাদেরকে (ক) দুই বছর ধরে খাদ্য ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয় (খ) আয়বর্ধক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষন দেয়া হয় (গ) ভিজিড চক্র শেষে প্রশক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের ঋণ সুবিধা দেওয়াহয়।

(২) মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচী ঃ
দরিদ্র মাদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচীর অধিক গ্রামের দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের ৮০০/- টাকা হারে তিন বছর মেয়াদে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয় এছাড়া সন্তান প্রসবের পর মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা হয়।

(৩) ঋণ কার্যক্রম ঃ ঋণ কার্যক্রমের আওতায় দুঃস্থ অসহায় ও প্রশিক্ষিত নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতায় ১০০০ (এক হাজার থেকে) ১৫,০০০/- (পনেরহাজার) টাকা পর্যন্ত সহজ শর্তে প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহীতাদের মূল টাকার সঙ্গে শুধুমাত্র ৫% থেকে ১০% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে।

(৪) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম ঃ মহিলা ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কমিটি স্থানীয় ভাবে নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান করে।

(৫) স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন ঃ উন্নয়ন কর্মসূচীতে এবং মহলি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহের নিবন্ধন সুপারিশ করা হয়।

(৬) বৃত্তিমূলক প্রশক্ষণ কার্যক্রম ঃ বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলদের আত্মকমংস্থানের ব্যবস্থা করা। সেলাই, ফ্যাশন ডিজাইনিং, বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(৭) সচেতনতাবৃদ্ধি ও জেন্ডার সমাত মূলক কার্যক্রম ঃ নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা আনয়নে বিভিন্ন জন্মনিবন্ধনে উদ্বুদ্ধ করন, এইসআইভি (এইডস) প্রতিরোধ সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নারীর অধিকার রক্ষায় CEDAW সনদ বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন দিবস পালন করা।

৬। ভিশন ঃ নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন করে সর্বস্তরের নারী পুরুষের সমানাধিকার ও অংশগ্রহণে সুযোগ সৃষ্টিকরা। নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া।

৭। মিশন ঃ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ জনগনকে সচেতন করা। নারী ও পুরুষের বৈষম্যতা দূরীকরণ। নারী ও পুরুষের সম অধিকার নিশ্চিতকরণ, নারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভবনা ও ঝুঁকি(SWOT) :

সক্ষমতা	দুর্বলতা
১) স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন বৃদ্ধি করা ২) খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদেও ভিজিডি কর্মসূচীর মাধ্যমে তাহাদেরকে সহায়তা করা।	১) মাঠ পর্যায়ে জনবল নেই। ২) কারিগরি প্রশিক্ষনের অভাব
৩) দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা।	৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োজন
৪) কারিগরি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।	৪) কার্যসম্পাদন ও তদরকীর জন্য যানবাহনের প্রয়োজন।
	৫) অফিসের জন্য ল্যাপটপ প্রয়োজন।

সম্ভাবনা	আশংকা
১) স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিকে সক্রিয় করন	১) নারী উন্নয়নে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা
২) মহিলা উন্নয়নের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ দরকার	২) বাল্য বিবাহবৃদ্ধি
৩) কর্মজীবি নারীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার করা।	৩) নারী ও শিশু নির্যাতন বৃদ্ধি
৪) কর্মজীবি মহিলাদের জন্য মহিলা হোস্টেল করা	৪) যৌন হয়রানী ও ইভটিজিং শিকার।

চিহ্নিত সমস্যাবলী এবং সমস্যার অগ্রাধিকার র‍্যাঙ্কিং:

৯।

চিহ্নিত সমস্যাবলী	অগ্রাধিকার র‍্যাংকিং					
	গুরুত্বেরমাত্রা	স্বউদ্যোগে করতে পারি	সরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	বেসরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	মোট	র‍্যাংকিং
১। মহিলাদের উন্নয়নের কারীগরি প্রশিক্ষনের অভাব	১০	৫	৯	৮	৩২	১ম
২। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা	১০	৩	৯	৬	২৮	২য়
৩। নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌন হয়রানী প্রতিরোধ করা	৯	৪	৮	৪	২৫	৩য়
৪। যৌতুকের বিরুদ্ধে সচেতন করা	৮	৩	৮	৩	২২	৪র্থ
৫। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা	৭	১	৫	৬	১৮	৭ম
৬। স্বেচ্ছা সেবীমহিলা সংগঠন বৃদ্ধি করা	৮	২	৫	২	১৭	৮ম
৭। কর্মজীবি নারীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার করা	৮	১	৬	৩	১৮	৭ম
৮। কর্মজীবি নারীদের জন্য মহিলা হোস্টেল করা	৭	২	৮	২	১৯	৬ষ্ঠ
৯। ইউনিয়ন পর্যায়ে জনবল বাড়ানো	৯	১	৫	৫	২০	৫ম
১০। যানবাহনের কারণে মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।	৭	১	৩	১	১২	৯ম

এক নজরে কচুয়া যুব উন্নয়ন তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, কচুয়া, চাঁদপুর।

২। অফিস পরিচিতি ঃ

কর্মক্ষম যুব সমাজ একটা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। মানব সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তর যুগ হতে আধুনিক সমাজ বির্নিমানে অবদান রয়েছে যুবক ও যুবমহিলাদের অবিস্মরণীয় উদ্ভাবন, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বে আর নিরলস পরিশ্রম। এই গাঙ্গেয় উপত্যকায় আধুনিক বাংলাদেশের সমাজ বিনির্মাণের পথ-পরিক্রমায়" ৫২এর ভাষা আন্দোলন,'৬৬এর ৬ দফা আন্দোলন ,'৬৯এর গণ আন্দোলন, সর্বোপরি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যুব সমাজের ভুমিকাই ছিল মুখ্য। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪,১৭ ও ২০ অনুচ্ছেদগুলোতে যুব শ্রেণীসহ সমগ্র জনগনের কল্যাণ ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়নের কাজ শুরু হয় এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্ম-পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। অতঃপর দেশের যুব সমাজকে যুব শক্তিতে পরিনত করার ব্রত নিয়ে ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়,

পরবর্তীতে যার নামকরণ করা হয় যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রণালয়। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীণ। অত্রচাঁদপুর সদর উপজেলা কার্যালয়টি ১৯৯৪-১৯৯৫ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকে বিভিন্ন যুব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসিতেছে।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ

বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধি মুলক প্রশিক্ষণ, আত্নকর্মী বৃদ্ধি, যুব ঋণ প্রদান, যুব সংগঠনকে তালিকা ভূক্তিকরণ, এবং অনুদান প্রধান, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, যুবদের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক বিভিন্ন কার্যক্রম।

৪। অফিসের জনবল কাঠোমো ঃ

ক্র নং	পদবী	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	মন্তব্য
০১	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১ টি	
০২	ক্রেডিট সুপারভাইজার	০৩ টি	শূন্যপদ ০১টি
০৩	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১ টি	
০৪	ক্যাশিয়ার	০১ টি	শূন্য পদ ০১টি
০৫	অফিস সহায়ক	০১টি	

অফিস প্রধানের পদবীঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
আওতাধীন অফিস ঃ ইমপ্যাক্ট প্রকল্প (ফেইজ-২)

৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুত (সিটিজেন চার্টার) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্তসেবা

নং	সেবার বিবরণ	প্রাপ্য সুবিধাদি	সেবা গ্রহন কারী	সেবা প্রাপ্তির শর্ত	সেবা প্রদানকারী	সেবা প্রদানের সময়সীমা
০১	প্রশিক্ষণ ঃ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্যাতিষ্ঠানিক, প্রাতিষ্ঠানিকঃ- গবাদিপশু হাঁসমুরগী পালন , প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (মেয়াদ-০২মাস ১৫দিন)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (আবাসিক) আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ	বেকার যুবক ও যুব মহিলা	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে।শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাশ । ১০০ টাকা ভর্তি ফি জমা দিতে হবে।নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে।	উপপচিালকের কার্যালয়/যুব প্রশিক্ষনকেন্দ্র/ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	৭-১০ দিন
০২	মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স মেয়াদ ০১ মাস	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে।শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাশ । ৫০ টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে ।	উপপচিালকের কার্যালয়	৭-১০ দিন
০৩	পোশাক তৈরী ও দর্জি বিজ্ঞান মেয়াদ ০৩ মাস ও ০৬ মাস)	ঐ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাশ ও এইচ,এস,সি পাশ। ৫০ টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে	উপপচিালকের কার্যালয়	৭-১০ দিন
০৪	কম্পিউটার বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স(মেয়াদ-০৬মাস)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ,এস,সি পাশ। ১০০০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে	উপপচিালকের কার্যালয়	০৭-১০দিন
০৫	কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স(মেয়াদ-০৬মাস)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ,এস,সি পাশ। ২০০০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে	উপপচিালকের কার্যালয়	০৭-১০দিন
০৬	ইলেক্ট্রিক এন্ড হাউজওয়ারিং প্রশিক্ষণ কোর্স (মেয়াদ-০৬মাস)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ,এস,সি পাশ। ৩০০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে	উপপচিালকের কার্যালয়	০৭-১০দিন
০৭	রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং প্রশিক্ষণকোর্স (মেয়াদ ০২ মাস ১৫ দিন)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাশ। ৩০০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে	উপপচিালকের কার্যালয়	০৭-১০দিন
০৮	ইলেক্ট্রনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স (মেয়াদ-০৬মাস)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাশ। ৩০০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে	উপপচিালকের কার্যালয়	০৭-১০দিন
০৯	লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণকোর্স (মেয়াদ-০১মাস)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম পাশ। ৩০০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে	উপপচিালকের কার্যালয়, গাইবান্দা ও কুড়িগ্রাম	০৭-১০দিন

১০	বক প্রন্টিং প্রশিক্ষণকোর্স (মেয়াদ-০৬ সপ্তাহ)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাশ। ৫০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে	উপ পরিচালকের কার্যালয়,	০৭-১০দিন
১১	ব্লক,বাটিক ও স্ক্রিণ প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স (মেয়াদ-০৪মাস)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাশ। ৫০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে	উপ পচিালকের কার্যালয়,	০৭-১০দিন
১২	মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্স (মেয়াদ-০৪মাস)	প্রশিক্ষণের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাশ। ৫০০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে	উপ পচিালকের কার্যালয়,	০৭-১০দিন
ক,	অপ্যাতিষ্ঠানিক, (মেয়াদ-১৫ দিন) পশুসম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	প্রশিক্ষণের সুবিধা আত্বকর্মসংস্থা নের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেণী পাশ। স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিচালিত।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়,	০৭-১০দিন
১.	১) পারিবারিক হাঁসমুরগী পালণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	২) ব্রয়লার ও ককরেল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৩) বাড়ন্ত মুরগী পালন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৪) ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৫) গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৬) পারিবারিক গাভি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৭) পশু পাখির খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৮) পশু পাখির রোগ ও ইহার প্রতিরোধ প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৯) কবুতর পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	১০) কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
খ)	মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	১) মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	২) সমন্বিত মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৩) মৌসুমী মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৪) মৎস্য পোণা চাষ (ধানী পোনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৫) মৎস্য হ্যাচারি বিষয়কপ্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৬) পাবন ভুমিতে মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৭) গলদা ও বাগদা চিংড়িচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৮) শুটকি তৈরী ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
গ)	কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	প্রশিক্ষণের সুবিধা, আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ	বেকার যুবক ও যুব মহিলা	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে।শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেণী পাশ । ১০০ টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	৭-১০ দিন

				নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে। স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে।		
	১) বসত বাড়িতে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	২) নার্সারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৩) ফুল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৪) ফলের চাষ লেবু,কলা, পেপে ইত্যাদি)ি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৫) কম্পোষ্ট সার তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৬) গাছের কলম তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৭) ঔষধি গাছের চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঘ.	বস্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	১) ব্লক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	২) বাটিক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৩) পোষাক তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৪) স্ক্রীন প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৫) স্প্রে প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৬) মনিপুরি তাঁত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঙ)	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	১) কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	২) বাশ বেতের সামগ্রী তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৩) কাচঁ, মোম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৪) নকসি কাথা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৫) পাটজাত পন্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৬) চামড়াজাত পন্য তৈরীবিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৭) চাইনিজ ও কনফেক্সনারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
চ)	অন্যান্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সঃ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	১) রিক্সা, সাইকেল ভ্যান মেরামত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	২) ওয়েল্ডিং.বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৩) ফটোগ্রাফি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৬। ভিশন ঃ– যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশনঃ

* অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রুপান্তর করা;
* দক্ষতাবৃদ্দিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান কিংবা স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা;
* জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেকার যুবদের সম্পৃক্ত করা।

৭। মিশন ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন ঃ

* দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৯৫ টি উপজেলা কার্যালয় (১০টি ইউনিট কার্যালয় সহ) এবং ১১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;
* দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে যুব কার্যক্রমকে জোরদার করা;

* যুবদের ক্ষমতায়নের নিমিত্ত উদ্বদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা সহ তাদেরকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ত করা;
* বেসরকারী সেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মাধ্যমে গোষ্ঠি উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য যুবদের বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত করা ;
* স্থানীয় পর্যায়ে যুব সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং অংশগ্রহন মূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা;
* যুবদের গণশিক্ষা কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশ উন্নয়ন, সম্পদ সংরক্ষন ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপে সম্পৃক্তকরণ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রহিতকরন, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, এইচআইবি (এইডস্) এবং এসটিডি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
* যুবদের সিদ্ধান্ত গ্রহন মুলক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনে সুযোগ দান।

৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা,সম্ভাবনা ও ঝুঁকি

সক্ষমতা (strength)	দূর্বলতা (Weakness)
১. অফিসে জনবলের ঘাটতি নাই। ২. দুইটি কম্পিউটার সচল ৩. কর্মকর্তার মোটর সাইকেল ০১ টি সচল ৪. কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৫। বেকার যুবদের প্রশিক্ষন কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পূরণ করা হয় ৬। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং যুব উন্নয়নের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয় ৭। ঋণ আদায়ের হার ৯২% ৮। ইম্প্যাক্ট প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন সন্তোষজনক	১. প্রিন্টার ০১টি সচল ও ০১টি অচল ২. মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ক্রেডিট সুপারভাইজার দের মোটর সাইকেল নাই ৩. অফিসে ষ্টাফদের বসার জন্য অতিরিক্ত কক্ষের ও আসবাবপত্রের অভাব ৪. উপজেলার বেকার যুব ও যুব মহিলাদের সঠিক তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে ৫. উপজেলা পর্যায়ে যুগোপযোগী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নাই ৬. যুব সংগঠনের সংপৃক্ততা অত্যন্ত মাঝারি ৭. প্রশিক্ষণার্থী যুবদের জন্য কোন প্রকার প্রশিক্ষণ ভাতার ব্যবস্থা নাই ৮. যুব সংগঠনের অনুকুলে অনুদান প্রত্যন্ত অপ্রতুল ৯. ইম্প্যাক্ট প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কারিদের সাবসিডির পরিমাণ অত্যন্ত কম।
সম্ভাবনা (Opporthreat)	**হুমকি** (Threat)
১। উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপজেলা যুব উন্নয়ন একাডেমী সম্ভাবনা আছে। ২. উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত যুব কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ৩. প্রশিক্ষণ এবং ঋণ কার্যক্রমে কিছু কিছু এন জি ও এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে	১। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কিছুটা রাজনৈতিক চাপ আছে। ২. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দীর্ঘদিন পদোন্নতি না হওয়া ৩. যুব কার্যক্রমে সরকারী আর্থিক বরাদ্দ অপ্রতুল ৪. সরকারী সেবা তকার্যক্রম জনগনের দোরগড়ায় পৌঁচানোর জন্য দোরগড়ায় পৌছানোর জন্য জনবলের সংকট রয়েছে (নতুন

৯। চিহ্নিত সমস্যাবলী এবং সমস্যার অগ্রাধিকার র‍্যানকিং ঃ

চিহ্নিত সমস্যা	গুরুত্ব মাত্রা	স্ব উদ্যোগে করতে পারি	সরকারী সহযোগীতায় করতে পারি	বেসরকারী সহযোগীতায় করতে পারি	মোট	র‍্যাঙ্কিং
১. অফিসে আসবাব পত্রের অভাব	৩	১	৪	৩	১১	৪র্থ
২. রাজনৈতিক চাপ	২	৩	২	২	০৯	৬ষ্ট
৩. অফিস আঙ্গিনায় পানীয় জলের ব্যবস্থা	৩	১	৩	২	০৯	৬ষ্ট
৪. শৌচাগার ব্যবহার উপযোগী	৩	২	৩	২	১০	৫ম
৫. নতুন জনবল প্রয়োজন	৪	১	৪	১	১০	৫ম
৬. অনেক যুব সংগঠন নিষ্ক্রিয়	৩	৩	৪	২	১২	৩য়
৭. স্থানিয়ভাবে বেকার যুবদের প্রশিক্ষনার্থী ভাতার ব্যবস্থা নাই	৫	২	৪	৩	১৪	১ম
৮. উপজলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নাই	৩	২	৫	৩	১৩	২য়
৯. উপজেলায় ক্রীড়া উন্নয়নে যুব দপ্তরের ভুমিকা সীমিত	৩	২	৪	৩	১২	৩য়

এক নজরে কচুয়া পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের তথ্য

১। অফিস পরিচিতি:
প্রতিটি উপজেলায় একটি করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় রয়েছে। এটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ও জেলা উপপরিচালক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

২। অফিস কার্যক্রম:
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের কার্যক্রম

১. মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের নীতিমালা মোতাবেক বিভাগীয় কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা।
২. উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা।
৩. উপজেলা মাতৃ-শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।
৪. নিয়মিত ও বিশেষ স্থায়ী পদ্ধতির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
৫. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র সমূহের পরিবার পরিকল্পনা, মা - শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মীদের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা।
৬. ইউনিয়ন কর্মীদের দ্বারাই ইউনিট/গ্রাম পর্যায়ে সক্ষম দম্পতি ও শিশু (০-৫বছর) সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবা প্রদানের জন্য স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠনের ব্যবস্থা করা।
৭. পরিবার কল্যাণ সহকারীদের বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বিতরণসহ উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিদর্শনকরা।
৮. পরিবার পরিকল্পনা এবং মা-শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রমে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থা সমূহের জন্ম নিয়ন্ত্রন কাজে সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করা।
৯. সরকারের নিয়মিত সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (ইপিআই) কার্যক্রমসহ বিশেষ বিশেষ দিনে (এসআইডি) টিকাদান বাস্তবায়নে সহযোগীতা করা।
১০. স্যাটেলাইট ক্লিনিকসহ সেবা কেন্দ্রে ডিডিএস কিট (ঔষধপত্র) এবং জন্ম নিয়ন্ত্রন সামগ্রীসহ বিভিন্ন উপকরণ সঠিকভাবে বিতরণ করা।

অফিস প্রধানের পদবী: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা।

৩। অফিসের জনবল কাঠামো:

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদানের জন্য রয়েছেন একজন সহকারী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা। মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে রয়েছেন একজন মা ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), সহকারী পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (এমসিএইচ-এফপি)। এছাড়াও প্রাত্যহিক কার্যাদি সুষ্টভাবে সম্পাদনের জন্য সহায়ক হিসেবে রয়েছেন ০৩ (তিন) জন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী , ০১(এক) জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং ০২ (দুই) জন অফিস সহায়ক।

আওতাধীন অফিস :

ক। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র :

প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রে একজন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, একজন আয়া ও একজন নিরাপত্তা প্রহরী জনগনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে নিয়োজিত। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা সেবা জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষে সম্পূর্ন উপজেলা ৭৫ টি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে একজন করে পরিবার কল্যাণ সহকারী কাজ করছেন। এবং তাঁদের সার্বক্ষণিক সুপারভিশনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক রয়েছেন।

৪। সিটিজেন চার্টারঃ
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, উপজেলা সদর ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে জনসাধারণকে প্রদত্ত সেবাসমূহ:

১. পরিবার পরিকল্পনা সেবাসমূহ :

- পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি (পদ্ধতি গ্রহীতাকে নগদ দুই হাজার তিনশত টাকা ও একটি লুঙ্গি দেওয়া হয়)।
- মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি (পদ্ধতি গ্রহীতাকে নগদ দুই হাজার তিনশত টাকা ও একটি শাড়ী দেওয়া হয়)।
- দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি (তিন বছর মেয়াদ) ইমপ্লান্ট (পদ্ধতি গ্রহীতাকে পদ্ধতি গ্রহণকালে নগদ একশত তিয়াত্তর টাকা ও পরবর্তীতে সর্বোচ্চ তিনটি ফলোআপের ক্ষেত্রে প্রতিবার একাশি টাকা প্রদান করা হয়।

- দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি (সাত বছর মেয়াদ) আইইউডি (পদ্ধতি গ্রহীতাকে পদ্ধতি গ্রহণকালে নগদ একশত তিয়াত্তর টাকা ও পরবর্তীতে সর্বোচ্চ তিনটি ফলোআপের ক্ষেত্রে প্রতিবার বিরানব্বই টাকা প্রদান করা হয়।
- বিনামূল্যে স্বল্পমেয়াদী পদ্ধতি ইনজেকশন প্রদান করা হয়।
- স্বল্পমেয়াদী পদ্ধতি কনডম প্রদান করা হয় (প্রতি ডজন ১.২০ টাকা হিসাবে)।
- বিনামূল্যে স্বল্পমেয়াদী পদ্ধতি খাবার বড়ি প্রদান করা হয়।
-

২. মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা :

- বিনা মূল্যে গর্ভবতী মহিলাদের চেকআপ করা হয়।
- স্বাভাবিক প্রসব করানো হয়।
- প্রসব পরবর্তী চেকআপ করা হয়।
- শিশুদের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
-

৩. সাধারণ রোগীর সেবা : সাধারণ রোগীদেরকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং সরবরাহ থাকা সাপেক্ষে বিনা মূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়।

৪. প্রয়োজনে উচ্চতর চিকিৎসা কেন্দ্রে রেফার করা হয়।

৫. বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাসমূহ :

১. পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে সক্ষম দম্পতিগণকে খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন বিতরণ করে থাকেন।
২. শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক কাউন্সেলিং করা হয়।
৩. গর্ভবতীর পরিচর্যা করা হয়।

সিএসবিএ প্রদত্ত সেবাসমূহ :

১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কমিউনিটি স্কিলডবার্থ এটেনডেন্টগণ (সিএসবিএ) কর্তৃক বাড়িতে গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব করানো হয়।
২. গর্ভবতীর পরিচর্যা করা হয়।
৩. প্রসব পরবর্তী পরিচর্যা করা হয়।

৫। ভিশন: ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট।

৬। মিশন:

- মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজাওে জীবিত জন্মে) ২০০৪ সালে ছিল ৩.২ জন যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১.৬৯ হয়েছে।
- ০-১ বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজাওে জীবিত জন্মে) ২০০৬ সালে ছিল ৫২ জন, যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ২২ হয়েছে।
- ০-৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজাওে জীবিত জন্মে) ২০০৬ সালে ছিল ৬৫ জন, যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ২৯ হয়েছে।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারীর সহায়তায় শিশু জন্মের হার ২০১১ সালের ৩২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ৪৭.৫০% এ উন্নীত হয়েছে ।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধিও হার ১৯৭৪ এর ২.৬১% থেকে ২০১১ সালে ১.৩৭% -এ হ্রাস করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯৭৫-এর ৭.৭% থেকে ২০১৭ সালে ৬৩.১%-এ উন্নীত হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের ড্রপ আউটের হার ২০০৪ সালের ৪৯% থেকে ২০১৪ সালে ৩০%-এ হ্রাস পেয়েছে।
- মোট প্রজনন হার বা নারী প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার ১৯৭৫-এর ৬.৩% থেকে ২০১৭ সালে ২.০৫%-এ হ্রাস পেয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার ২০০৭-সালের ১৭.৬০শতাংশ থেকে বর্তমানে ১২ শতাংশ-এ হ্রাস পেয়েছে।
- প্রত্যাশিত গড় আয়ু ১৯৯১ সালের ৫৬.১ থেকে ২০১৭ সালে ৭২.৩ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে।
-

৭। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT):

সক্ষমতা (Strength)	দুর্বলতা (Weakness)
১। বিভাগকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে ই-রেজিষ্টার চালু হয়েছে ২। পরিবার পরিকল্পনা সেবা জনগনের দোড়গড়ায় পৌছে দেওয়ার জন্য মাঠ পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি রয়েছে। ৩। মাঠ পর্যায়ে অধিকাংশ কর্মী অভিজ্ঞ এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত। ৪। বাড়ীতে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাভাবিক ডেলিভারী করার ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মী কয়েছে। ৫। রিপোটিং এবং সাপ্লাই সিষ্টেম ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। ৬। বিনামূল্যে পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। ৭। স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী সেবা গ্রহীতদের যাতায়াত ও ফলোয়াপ ভাতা দেওয়া হয়।	১। মা ও শিশু বিশেষজ্ঞ মেডিক্যাল অফিসার পদটি দীর্ঘদিন যাবত খালি্ ২। সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা না থাকায় মাঠ পর্যায় মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ব্যাহ হচ্ছে। ৩। অফিস ষ্টাফদের বসার জন্য অতিরিক্ত কক্ষের ও আসবাব পত্রের অভাব। ৪। অনেক ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র মেরামতের অভাবে ঝুকিপূর্ন হয়ে দাড়িয়েছে। ৫।ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র সংলগ্ন আবাসিক ভবনগুলো জরাজীর্ন হয়ে পড়ায় কেন্দ্রে অবস্থান করে ২৪ ঘন্টা স্বাস্থ্য সেবা ব্যাহত হচ্ছে।

	৬। মাঠ পর্যায় অনেক পদ শূন্য
সম্ভাবনা (Opportunity) ১। সঠিক পরিবার পরিকল্পনা নেওয়ার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে জনশক্তি নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। ২। সবার কাছে পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌছে দেওয়ার লক্ষে সরকারী ও অসরকারী সংস্থা মিলে কার্যক্রম ত্বরান্নিত করা হচ্ছে। ৩। উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগন নিয়োমিত মাঠ কর্যক্রম পরিদর্শন করেন।	ঝুঁকি (Threat) ১। দূর্বল অবকাঠামো। ২। নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে সেবাদানে অনিহা। ৩। কর্মচারীদের পদোন্নতি ও সিলেকশন গ্রেড্ না পাওয়া। ৪। বিভাগীয় কার্যক্রম ছাড়াও অন্যান্য বিভাগের কাজে মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের সময় দান।

৯। চিহ্নিত সমস্যাবলী এবং সমস্যার অগ্রাধিকার র‍্যাঙ্কিং:

চিহ্নিত সমস্যা	গুরুত্বের মাত্রা	স্বউদ্যোগে করতে পারি	সরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	বেসরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	মোট	র‍্যাঙ্কিং
স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ	৬	৪	৪	১	১৫	
দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি	৪	৩	৫	১	১৩	
অস্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ	২	১	২	২	৭	
স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডেলিভারি	৭	৪	৪	২	১৭	
বাড়িতে স্বাভাবিক ডেলিভারি	৩	৩	৪	১	১১	
মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা	৫	১	২	৩	১১	
সাধারণ রোগির সেবা	১০	৫	৫	২	২২	
পঃ পঃ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরন সভা	৪	৩	৪	২	১৩	

এক নজরে কচুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় তথ্য

১। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়, কচুয়া, চাঁদপুর
২। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা সদর হাসপাতাল।
৩। অফিসের কার্যক্রমঃ–
১) মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তরের নীতিমালা অনুযায়ী জনস্বার্থে বিভাগীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ।
২) উপজেলায় স্বাস্থ্য সেবা মুলক কাজের মনিটারিং ও বাস্তবায়ন করা ।
৩) শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষে ইপিআই কাজ জোরদার করা ।
৪) উপজেলায় শিশু ও মাতৃ প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পঃ পঃ বিভাগকে সহায়তা করা।
৫) পৌলিও, হাম ও যক্ষা সহ মোট ০৯টি রোগের টিকা দেওয়া হয়।
৬) উপজেলায় মাঠকর্মীদেরকে স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের উচ্ছেদ করা হয়।
৭) স্বাস্থ্য বিভাগের সফলতার কারণে এ দেশের গড় আয়ু বৃদ্দি পায়।
৮) ম্যালেরিয়ার মত ঘাতক রোগ স্বাস্থ্য কর্মীদের দ্বারা নির্মুল করা হয়।
৯) স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের সফলতার কারণে এ দেশ থেকে গুটি বসন্ত রোগ নির্মুল করা হয়।
১০) স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহিঃ বিভাগ, আন্তঃ বিভাগ,ও জরুরী বিভাগের রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা ।
১১) আর্সেনিকের মত ঘাতক রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা ।
১২) যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
১৩) খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল রোধে
৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) :

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কচুয়া, চাঁদপুর থেকে জনসাধারণকে প্রদত্ত সেবাসমূহ

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ-

১। সেবাসমূহ ঃ

২। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা ঃ
১। বিনামূল্যে মহিলাদের টিটি টিকা প্রদান করা হয়।
২। বিনামূল্যে গর্ভবতী মহিলাদের চেকআপ করা হয়।
.৩। স্বাভাবিক প্রসব করানো হয়।
৪। প্রসব পরবর্তী চেকআপ করা হয়।
৫। শিশুদের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
৬। ০১ বছরের নীচের শিশুদেরকে বিনামূল্যে - ০৬টি প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয় ।

৩। সাধারণ রোগীর সেবা ঃ সাধারণ রোগীদেরকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়।
৪। প্রয়োজনে উচ্চতর চিকিৎসা কেন্দ্রে রেফার করা হয়।

বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ
১। স্বাস্থ্য সহকারীগণ বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে উঠান বৈঠক করে জন সাধারনকে ইপিআই ,ডায়রিযা, নিমোনিয়া ও বিভিন রোগ সম্বন্ধে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকেন ।

সিএসবিএ প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ
১। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ কমিউনিটি স্কিলড বার্থ এটেনডেন্টগণ (সিএসবিএ) কর্তৃক বাড়িতে গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব করানো হয়।
২। গর্ভবতীর পরিচর্যা করা হয়।
৩। প্রসব পরবর্তী পরিচর্যা করা হয়।

কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা সমূহ
১। কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীদের সিএইচসিপি কর্তৃক প্রতিদিন বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ দেওয়া হয ।

৬। ভিশন ঃ জনগনের স্বাস্থ্য সেবা ১০০% নিশ্চিত করা

৭। মিশন ঃ ১। শিশু স্বাস্থ্য সেবা ইপিআই এর ক্ষেত্রে ৯০% উন্নীত হয়েছে এবং তা আরো বৃদ্ধি করা ।
২। ডায়রিয়া রোগ নির্মূল করা ।
৩। যক্ষা রোগ নির্মূল করা ।

৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা, ঝুকি

সক্ষমতা ঃ ১। স্বাস্থ্য সেবা জনগনের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাঠ পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি রয়েছে । ২। মাঠ পর্যায়ে অধিকাংশ কর্মী অভিজ্ঞ ও ট্রেনিং প্রাপ্ত ৩। কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক ডেলীভারী করার ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মী রয়েছে। ৪। বিনা মূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় ৫। রিপোটিং এবং সাপণ্টাই সিষ্টেম ডিজিটালাইজ করা হয়	দূর্বলতা ঃ ১। অফিস ষ্টাফদের বসার জন্য অতিরিক্ত কক্ষের ও আসবাব পত্রের প্রয়োজন। ২। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপ-কেন্দের নতুন ভবন নির্মান ৩। কমিউনিটি ক্লিনিকে বিদ্যুতের অভাব
সম্ভবনাঃ ১। স্বাস্থ্য সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে জনশক্তি কার্যক্রম চলমান ২। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন নিয়মিত মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন	ঝুঁকি ঃ ১। দূর্বল অবকাঠামো ২। কর্মচারীদেও পদোন্নতি ও সিলেকশন গ্রেড না পাওয়া

৯। চিহ্নিত সমস্যাবলী এবং সমস্যার অগ্রাধিকার র‍্যাংকিংঃ

চিহ্নিত সমস্যা	গুরুত্বের মাত্রা	স্ব-উদ্যোগে করতে পারি	সরকারী সহযোগীতায় করতে পারি	বেসরকারী সহযোগীতায় করতে পারি	মোট	র‍্যাংকিং
আবাসিক সমস্যা	০৩টি	০১টি	০২টি হ্যাঁ	না	০১	০১
জনবলের সমস্যা	-	-	-	-	০১	০২

হাসপাতালের ঘাটলা নির্মাণ	০১	না	হ্যাঁ	না	০১	০৩
হাসপাতালের গার্ড লাইট	১২	না	হ্যাঁ	না	১২	০৪
মূল গেইটটি মেরামত করা প্রয়োজন	০১	-	হ্যাঁ	না	০১	০৫
					১৬টি	

এক নজরে কচুয়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, কচুয়া,চাঁদপুর ।
২। অফিসের পরিচিতি ঃ সেবা প্রতিষ্ঠান
৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ দাতব্য চিকিৎসালয়
৪। অফিসের জনবল কাঠামো ঃ ৭জন
অফিস প্রধানের পদবী ঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
আওতাধীন অফিস ঃ বীজবাগ কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট

৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)ঃ
১। অসুস্থ্য গবাদি পশু হাঁস মুরগীর চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্র প্রদান ।
(ক) কৃষকের বাড়ীতে/খামারে/চেম্বারে.....
(খ)গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর নমুনা পরীক্ষা ও প্রয়োজন বোধে আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষনাগারে প্রেরণ করা ।
২। (ক) গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর টিকাবীজ সরবরাহ ও বিক্রয় ।
(খ) উন্নতজাতের ঘাসের কাটিং বীজ সরবরাহ প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে।
৩। (ক) প্রযুক্তি হস্তান্তরের নিমিত্তে কৃষক প্রশিক্ষণ গবাদিপশু হাঁস মুরগী পালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ।
(খ)ক্ষুদ্র ঋণ বিতরনের নিমিত্তে কৃষক প্রশিক্ষণ গবাদিপশু হাঁস মুরগী পালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ।
(গ) গবাদিপশু হাঁস মুরগীর রোগাক্রান্ত এলাকা পরিদর্শণ/নমুনা সংগ্রহ ও রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ।
(ঘ) ব্যক্তি মালিকানাধীন গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর খামার স্থাপনে উদ্ভুদ্ধ করন ও রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ ।
(ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলাকাধীন স্থানীয় প্রসাশন ও জনপ্রতিনিধি বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা । গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর জরুরী চিকিৎসায় টিকাদান ও ত্রাণ বিতরণ ।
(চ) উন্নত জাতের গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী খামারী ও কৃষকদের অনুদান প্রদান ।
(ছ) রোগাক্রান্ত এলাকায় চিহ্নিত করন ও প্রয়োজনীয় টিকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ।
(জ) কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্টে আনিত গাভী প্রজননের ব্যবস্থা গ্রহন, গর্ভবর্তী গাভীর গর্ভ পরীক্ষা করন ।

৬। ভিশনঃ উপজেলা ভিত্তিক প্রাণিসম্পদ খাতে (দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন) স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন এবং এর মাধ্যমে দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের অথনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ।

৭। মিশনঃ ভেটেরিনারি সেবা ও সেবার মান নিশ্চিতকরন ।
* দক্ষ জনশক্তি গঠন।
* অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষন।
* প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ব্যবহাওে রোগ প্রতিরোধ ও উৎপাদন বৃদ্ধি ।
* মানসম্মত পশু খাদ্যের(ঘাস) সরবরাহ বৃদ্ধি ।

৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভবনা ও ঝুঁকি(**SWOT**) ঃ

সক্ষমতা (**Strength**) ১. সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত অফিস ভবন। ২. রেজিস্টার্ড চিকিৎসক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	দুর্বলতা (**Weakness**) ১.ঝুঁকিপুর্ণ পুরাতন অফিস ভবন, কৃত্রিম প্রজনন সেড নেই।
সম্ভবনা (**Opportunity**) ১. অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ । ২. সরকারি প্রকল্প ও এনজিওর মাধ্যমে খামারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।	ঝুঁকি(**Threat**) ১. রাজনৈতিক চাপ । ২. অস্থিতিশীল দ্রব্যমূল্য । ৩. খামারজাত পণ্যের তুলনায় উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় খামার গড়ে তোলায় অনীহা ।

৩. দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কম্পাউন্ডার ও ভি,এফ,এ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা। ৪. অফিস কর্তৃক উন্নত জাতের ঘাসের চারা/কাটিং সরবরাহ। ৫. নিয়মিত খামার ভিজিট ও চিকিৎসা প্রদান । ৬. গৃহীত কার্যক্রমের মাসিক পর্যালোচনা ।	৪. বিদেশ থেকে পণ্য (ডিম,দুধ) আমদানি । ৫. বিশেষ বিশেষ মৌসমে গবাদিপশু হাঁস মুরগীর মড়ক । ৬. প্রাণিসম্পদ খাতে বরাদ্দ নিয়ে অন্য দপ্তর কর্তৃক কাজ করিয়ে নেয়া

৯। চিহ্নিত সমস্যাবলী এবং সমস্যার অগ্রাধিকার র‍্যাঙ্কিংঃ

চিহ্নিত সমস্যা	গুরুত্বের মাত্রা	স্ব-উদ্যোগে করতে পারি	সরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	বেসরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	মোট	র‍্যাঙ্কিং
১। উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে কৃত্রিম প্রজনন সেড নেই ।	৩	২	৩	১	৯	৪র্থ
২। বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের স্বল্পতা	২	৩	৩	২	১০	৩য়
৩। উন্নত জাতের ঘাসের প্ল্যান্ট নেই	৩	৩	৩	২	১১	২য়
৪। ছাগল পালনে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।	৩	২	৩	৩	১১	২য়
৫। হাঁস-মুরগী পালনে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।	৩	২	৩	৩	১১	২য়
৬। গরু মোটাতাজা করনে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।	৩	২	৩	৩	১১	২য়
৭। গাভী পালনে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।	৩	২	৩	৩	১১	২য়
৮। গবাদিপশু কৃমি সংক্রমন	৩	৩	৩	১	১০	৩য়
৯। মুরগী খামারে রোগ বালাই আক্রমন ও মড়ক	৩	২	৩	১	৯	৪র্থ

এক নজরে কচুয়া উপজেলার বন বিভাগের কার্যক্রম

০১। অফিসের নামঃ উপজেলা সামাজিক বনায়ন, কচুয়া, চাঁদপুর।

০২। অফিস পরিচিতিঃ প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বন বিভাগের নার্সারী কেন্দ্র রয়েছে। এই অফিসটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, উপকূলীয় বন বিভাগ, চাঁদপুর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

০৩। অফিসের কার্যাক্রমঃ উপজেলা বন বিভাগের ভূমিকা হচ্ছে , উপকূলীয় পর্যায়ে ব্যাপক হারে বৃক্ষ রোপন এবং জনসাধারনের মধ্যে সরকারি রাজস্ব মূল্যে/ বিনা মুল্যে চারা বিতরণ কর্মসূচী। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন প্রকল্পের আওতায় অংশিদারিত্ব মূলক বাগান সৃজন এবং পরবর্তীতে উপকারভোগিদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ। সামাজিক বনায়নের উপর উপকারভোগী / জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
০৪। অফিসের জনবল কাঠামো ঃ
অফিস প্রধানের পদবী ঃ উপজেলা ফরেস্টার, কচুয়া, চাঁদপুর,

আওতাধীন এলাকা ঃ উপজেলার সংশ্লিষ্ট সড়কে সৃজিত বাগান এলাকায় একজন করে বন প্রহরী/ পাহারাদার নিয়োজিত রয়েছে।
০৫। সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন সার্টার)ঃ
উপজেলা সামাজিক বন বিভাগ, কচুয়া, চাঁদপুরর সিটিজেন সার্টারঃ

সেবা গ্রহীতা	ক্রমিক নং	সেবার বিবরণ	মন্তব্য
উপকার ভোগী, স্থানীয় জনসাধারণ, গ্রাম্য নেতা ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমুহ	০১	দরিদ্র জনগোষ্ঠী উন্নয়নের সরকারের দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের আওতায় ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহন	
	০২	জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন সৃজন	
	০৩	দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিনা মূল্যে চার বিতরণ ও বৃক্ষরোপন কার্যক্রম গ্রহন ।	
	০৪	জনসাধারণের চারার চাহিদা পুরনার্থে নার্সারীতে চারা উত্তোলন	
	০৫	পরিকল্পিত বাগান সৃজন উপকারভোগী ও গ্রাম লিডারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান	
	০৬	পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা	
	০৭	বৃক্ষ মেলার আয়োজন করা	

- ❖ সেবা প্রদানের সময়সীমা সকাল ০৯টা থেকে ০৫ টা।
- ❖ সেবা প্রদানের আইনগত ফি/ব্যয় নাই।
- ❖ সেবা প্রদানের সাথে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগন সংশ্লিষ্ট রয়েছেন।

১. উপজেলা ফরেস্টার
২. বন প্রহরী
৩. বোট ম্যান
৪. বাগান মালী

উপজেলা বন বিভাগ, কচুয়া, চাঁদপুর।

০৬। ভিশন ঃ দরিদ্র জনসাধারণ ও প্রবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যেকচুয়া উপজেলায় ব্যাপক হারে বৃক্ষ রোপণ কর্মসুচী গ্রহণ।

০৭। মিশন ঃ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ভূমির শতকরা ২৫ পরিমান বন সৃষ্টি।

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস

১০। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ঃ-

ক্রমিক নং	কী কাজ করা দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ ও উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করা হবে
১	ঋণ প্রদানের নুন্যতম ১ কোটি টাকা মীড ক্যাপিট্যাল প্রয়োজন।	পুরাতন ও নতুন ২০০০ সদর্সকে ঘুর্ণায়মান ভাবে ঋণ প্রদান।	সদস্যদের নিজস্ব তহবিল	১.০০ কোটি **GOB (** জিওবি) , **BRDB**	১০০০ জন	দল/সমিতির মাধ্যমে
২	নূতন ৩০০০ সদস্যকে সমিতি/দলভুক্ত করন	দারিদ্র জন গোষ্টীকে সাবলম্নী করা ।	প্রতিটি গ্রামে	১৮.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুজি।	১৫০০ জন	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে ।
৩	নূন্যতম ২টি মটর সাইকেল প্রয়োজন ।	ঋণ আদায় পুজি গঠন কাজে সদস্যদের বাড়ীতে ব্যাপক ভ্রমন	উপজেলায় বিস্তৃত এলাকায় ভ্রমনের জন্য ।	৩.৪০ লক্ষ টাকা জিওবি/ **BRDB**	৪ জন কর্মকর্তা কর্মচারী	**BRDB** অর্থ বরাদ্বের মাধ্যমে ।
৪	৪টি প্রকল্পের আওতায় ১০ জন মাঠ কর্মচারী নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন ।	বর্ণিত কাজে জনবল সমস্যা দূরী করনের জন্য।	স্ব স্ব প্রকল্পের কাজের স্বার্থে প্রকল্পে নিয়োগ ।	স্ব স্ব প্রকল্পে নিজস্ব অর্থায়নে নির্ধারিত বেতন ভাতা ।	১০০০ জন	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিয়োগের মাধ্যমে।

১১। বিস্তারিত পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ঃ

ক্রঃনং	কাজের বিবরণ	১ম বছর (২০২২-২৩)		২য় বছর (২০২৩-২৪)		৩য় বছর (২০২৪-২০২৫)		৪র্থ বছর (২০২৫-২৬)		৫ম বছর (২০২৬-২৭)		কার কী দায়িত্ব		মন্তব্য
		পরিমান/সংখ্যা	বাজেট	পরিমান/সংখ্যা	বাজেট	পরিমান/সংখ্যা	বাজেট	পরিমান/সংখ্যা	বাজট	পরিমান/সংখ্যা	বাজেট	বাস্তবায়ন	তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

১	ঋণ প্রদান তহবিল সংক্রান্ত	৭০০	৬০.০০	১২০০	৭৫.০০	১৬০০	৮৫.০০	১৮০০	৯৫.০০	২০০০	১০০.০০ লক্ষ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা / কর্মচারী	**URDO**	ঘুর্ণায়মান ঋণ তহবিলের মাধ্যমে ঋণ প্রদান
২	৩০০০ সদস্যকে দল/সমিতি ভুক্ত করন।	১০০০	৫.০০	৭০০	৪.০০	৬০০	৪.০০	৫০০	৩.০০	২০০	২.০০	”	”	৪,৬,৮,১০,১২, বর্ণিত বাজেট সদস্যদের নিজস্ব জমা বুঝানো হয়েছে।
৩	নূন্যতম ২টি মটর সাইকেল ক্রয়	২টি	৩.৪০	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
৪	১০ জন কর্মচারী নিয়োগ	১০ জন	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও স্ব স্ব স্কেলের বেতন	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

এক নজরে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, কচুয়া, চাঁদপুর এর তথ্য

১। **অফিসের নাম ঃ** উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, কচুয়া,চাঁদপুর।

২। **অফিস পরিচিতিঃ**

বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় আছে। এই কার্যালয়টি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত ও জেলার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৩। **অফিসের কার্যক্রমঃ**

উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ের প্রধানতম কাজ হচ্ছে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মানের উন্নয়ন করা। উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যবিধি এই কার্যালয়ের অধীন পরিচালিত হয়। অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

ক. সকল শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অন্যান্য বিষয়ের তদারকি করা।
খ. প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সকল বিদ্যালয়কে মনিটরিং করা।
গ. শিখন ঘাটতি পূরন কল্পে নিরাময় মূলক পাঠদানের ব্যবস্থ্যা গ্রহণ করা হয়।
ঘ. অধ্যায়ের পাঠদান শেষে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়।
ঙ. মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান উক্ত অফিসের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া অন্যান্য কাজগুলো হচ্ছে- সকল ছাত্র/ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা, শিশু জরিপ, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ঝড়ে পড়া রোধ করা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে ডিভাইস প্রদান, আন্তঃ প্রাথমিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্ণামেন্ট আয়োজন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

অফিস প্রধানের পদবী ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার

আওতাধীন অফিস ঃ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ

৫। **সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)ঃ**

প্রদেয় সেবার বিবরণ	সেবার নির্ধারিত মূল্য/বিনামূল্য	সেবা প্রদানের নির্ধারিত সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী
১। তথ্য প্রদান/সরবরাহ	বিনামূল্য	তাৎক্ষণিক/সর্বোচ্চ ০২ কার্যদিবস	উপজেলা শিক্ষা অফিসার
২। বই বিতরণ	বিনামূল্য	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষক
৩। এস,এম,সি ও পিটিএ পূন: গঠন	বিনামূল্য	কমিটির মেয়াদ(০৩ বছর) শেষ হওয়ার পূর্বের ০৬ মাসের মধ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও প্রধান শিক্ষক

৪। নিয়মিত বেতন–ভাতা প্রদান	বিনামূল্য	প্রতি মাসের ২২ তারিখের মধ্যে উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসে প্রেরণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক অফিস সহকারী
৫। উপ-বৃত্তি প্রদান	বিনামূল্য	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পোর্টালে তথ্য আপলোড	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষক
৬। টাইম স্কেল প্রদান	বিনামূল্য	০১ মাসের মধ্যে ডিপিসির সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষক উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক অফিস সহকারী
৭। পদোন্নতি প্রদান	বিনামূল্য	কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত সময়ে আবেদন অগ্রায়ন	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক অফিস সহকারী
৮। দক্ষতা সীমার আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	আবেদনের ০৭ দিনের মধ্যে অগ্রায়ণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক অফিস সহকারী
৯। শিক্ষকদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পূরণ	বিনামূল্য	প্রতি বছর ২৮ শে জানুয়ারীর মধ্যে	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষক
১০। চিকিৎসা/মার্তৃত্ব ছুটির আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	আবেদন প্রাপ্তির ০৩ দিনের মধ্যে	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক অফিস সহকারী
১১। পি. আর. এল- এর আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	আবেদন প্রাপ্তির ০৭ দিনের মধ্যে অগ্রায়ণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক
১২। পেনশন প্রদান	বিনামূল্য	আবেদন প্রাপ্তির ০৭ দিনের মধ্যে অগ্রায়ণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক
১৩। জি.পি. এফ থেকে লোনের আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	আবেদন প্রাপ্তির ০৩ দিনের মধ্যে অগ্রায়ণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক অফিস সহকারী
১৪। বিদেশ ভ্রমনের অনুমতি প্রদান	বিনামূল্য	আবেদন প্রাপ্তির ০২ দিনের মধ্যে অগ্রায়ণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক অফিস সহকারী
১৫। ডিপিএড প্রশিক্ষণের জন্য ডেপুটেশন প্রদান	বিনামূল্য	কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত সময়ে	উপজেলা শিক্ষা অফিসার
১৬। বি.এড ও এম. এড প্রশিক্ষণের আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত সময়ে	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক
১৭। বদলীর আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত সময়ে মধ্যে অনলাইনে আবেদন	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার
১৮। প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার নম্বর ফর্দ, সনদ প্রদান ও সংশোধন	বিনামূল্য	০১ লা জানুয়ারি শিক্ষা অফিসে প্রেরণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক
১৯। মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন/ একাডেমিক সুপারভিশন	বিনামূল্য	উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রতি মাসে ০৫ টি ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রতি মাসে ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার
২০। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে অভিভাবক/ মা সমাবেশ	বিনামূল্য	প্রতি বিদ্যালয়ে ০১টি সভা/সমাবেশ	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক

২১। বকেয়া বিলের আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	আবেদন প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক অফিস সহকারী
২২। উপবৃত্তির সুবিধাভোগী তালিকা প্রণয়ন	বিনামূল্য	কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি
২৩। ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক সমন্বয়	বিনামূল্য	জানুয়ারি- মার্চ	উপজেলা শিক্ষা কমিটি
২৪। নতুন ভবন নির্মান, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মান, নীড বেষ্ট মেরামত ও প্লেনিং এক্সেসরিজ এর তালিকা চুড়ান্তকরণ	বিনামূল্য	জানুয়ারি- মার্চ	উপজেলা শিক্ষা কমিটি উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি
২৫। লেখাপড়ার গুণগত মানোন্নয়ন/ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভা	বিনামূল্য	প্রতি মাসের ১২ তারিখ/নির্ধারিত তারিখে	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার
২৬। বিদ্যালয়ের ভৌত উন্নয়ন(ক্ষুদ্র মেরামত/বড় ধরণের মেরামত/পূণ: নির্মাণ)	বিনামূল্য	সরকার কর্তৃক বরাদ্দ পাওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি

৬। **ভিশন ঃ**

- স্বাস্থ্যকর পরিবেশে গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা।

৭। **মিশন ঃ**

- শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি ও এসএমসিকে সক্রিয়করণ;
- উপকরণাদিসহ নিয়মিত শ্রেণিপাঠ ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিতকরণ;
- ব্যবহার উপযোগী টয়লেট, নলকূপসহ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ
- ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং
- শতভাগ কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

৭। **সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT)ঃ**

সক্ষমতা (Strength)ঃ ১. ০২ টি কম্পিউটার সচল। ২. অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষক ডিপিইএড ও সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। ৩. প্রতিটি বিদ্যালয়ে ০১ জন করে আইসিটি শিক্ষক রয়েছে। ৪.সকল বিদ্যালয় SLIP কার্যক্রমের আওতাভূক্ত। ৫. শ্রেণি কক্ষ সজ্জিতকরণ, রুটিন মেইনটিনেন্স, ওয়াশ ব্লক নির্মান ও মেরামত, ক্ষুদ্র মেরামত কাজের বরাদ্দ পাওয়া স্বাপেক্ষে। ৬. প্রতি বছর প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রম। ৭.যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। ৮. বিদ্যালয় গুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষাপোকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। ৯. শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিয়মিত বিদ্যালয়ে যান।	**দুর্বলতা (Weakness)ঃ** ১. বই সংরক্ষণের জন্য কোন গুদাম নেই। ২. এ.ইউ.ই.ও এর ০৫ টি, উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক এর ০১ টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এর ০২ টি,হিসাব সহকারী এর ০১ টি,অফিস সহকায়ক এর ০১ টি ও মোট ১০ টি পদ শূণ্য। ৩. শ্রেণিকক্ষ স্বল্পতা। ৪. অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বসার বেঞ্চ অপ্রতুল। ৫. প্রশিক্ষণবিহীন এবং নিষ্ক্রিয় S.M.C। ৬. কিছু বিদ্যালয়ের শৌচাগার ব্যবহার উপযোগী নয়। ৭. প্রধান শিক্ষকের ২২ টি ও সহকারী শিক্ষকের ৯৬ টি পদ শূন্য। ৮. সকল বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নেই। ৯. সকল বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানিয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই। ১০. স্থানীয় সম্পৃক্ততা কম।
সম্ভাবনা (Opportunity)ঃ ১. উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত এখানকার শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ২. ছাত্র শিক্ষক অনুপাত অনুকূলে রয়েছে ৩. উন্নত বিদ্যালয় অবকাঠামো।	**হুমকি (Threat)ঃ** ১. দারিদ্র জন গোষ্ঠির আধিক্য। ২. বিদ্যালয়ের উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততায় অনাগ্রহ। ৩. অভিভাবকগণের মধ্যে বিদ্যালয়ের ধরণ পরিবর্তনের প্রবনতা।

৪. শিক্ষকগণ বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।	৪. অনেক ক্ষেত্রে এস এম সি ও পিটিএ সদস্যগণের নেতিবাচক মনোভাব।

৮। চিহ্নিত সমস্যাবলী এবং সমস্যার অগ্রাধিকার র‍্যাঙ্কিংঃ

ক্র: নং	চিহ্নিত সমস্য	গুরুত্বের মাত্রা	স্বউদ্যোগে করতে পারি	সরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	বেসরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	মোট	র‍্যাঙ্কিং
০১	বই সংরক্ষণের জন্য গুদাম নাই	৪	১	৫	২	১২	১ম
০২	অফিস এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে আসবাবপত্রের অভাব	৩	০	৪	২	৯	২য়
০৩	ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় সমুহে সীমানা প্রাচীর নেই	৩	১	৩	১	৮	৩য়
০৪	কিছু কিছু বিদ্যালয়ে পানিয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই এবং শৌচাগার ব্যবহার অনুপযোগী	২	১	৩	২	৮	৩য়
০৫	অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা আছে (পদশূন্য)	৩	০	৪	০	৭	৪র্থ
০৬	বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ স্বল্পতা	৩	০	৪	২	৯	২য়
০৭	SMC সক্রিয় নয়	২	২	৩	১	৮	৩য়
০৮	দুর্বল জনসম্পৃক্ততা	৩	৩	১	২	৯	২য়
০৯	দারিদ্র জনগোষ্ঠির আধিক্য	২	০	২	২	৬	৫ম
১০	উপজেলা শিক্ষা অফিস, বিদ্যালয়, এস.এম.সি, এলাকাবাসী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন ও বিদ্যালয়ের কাজে সম্পৃক্ততার অভাব	৩	৩	২	৪	১২	১ম
১১	কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ রয়েছে। শিক্ষকদের অনিহার কারণে অনেক বিদ্যালয়ে নিয়মিত মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ হচ্ছে না।	৩	৩	০	১	৭	৪র্থ

এক নজরে কচুয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্য

১। অফিসের নাম উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস ।

২। অফিস পরিচিতি ঃ প্রতি উপজেলায় একটি করে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস রয়েছে। এই অফিসটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধিনে ও জেলা ত্রান ও পুণর্বাসন কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ
(ক) মানবিক সহায়তা কর্মসূচি।
(খ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসুচি।
(গ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর) কর্মসুচি।
(ঘ) গ্রামীণ রাস্তা ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।
(ঙ) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি।
(চ) ঝুকিহ্রাস কর্মসুচি।
(ছ) ভিজিএফ কর্মসূচি।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো ঃ অফিস প্রধানের পদবী ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা তাকে সহায়তা করার জন্য রয়েছে অফিস সহকারী কাম– কম্পিউটার অপারেটর এবং অফিস সহকারীকে সার্বিক ভাবে সহায়তা করার জন্য রয়েছে অফিস সহায়ক।

৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) ঃ ক) মানবিক সহায়তা, গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা), গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর), গ্রামীন রাস্তা ছোট ছোট সেতু / কালভার্ট নির্মাণ। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচির বরাদ্দপত্র, মন্ত্রনালয় থেকে অধিদপ্তরে, অধিদপ্তর হতে জেলায়, জেলা হতে উপজেলা, উপজেলা হতে ইউ,পি চেয়ারম্যান, সদস্য, সদস্যা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি মাধ্যমে বাস্তবায়ন।

৬। ভিশন ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসুচিতে ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্ত করা, দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব থেকে দারিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের বিপদাপন্নতা হ্রাস করা, জ্ঞান, গবেষানা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের প্রতিটি অংশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৭। মিশন ঃ (ক) দুর্যোগ ক্ষমতা সাথে মোকাবেলা করা।
(খ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করা।
(গ) দুঃস্থ দারিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত লোকদের ত্রাণ সহায়তা করা।
(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সর্বদা সার্বক্ষনিক সহায়তা করা।

৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও আশংকা ঃ

সক্ষমতা ঃ (ক) ত্রাণ সামগ্রী পর্যাপ্ত সরবারহ। (খ) মাঠ পর্যায়ে কাজের সফলতা। (গ) মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞ বলান্টিয়ার বিদ্যমান। (ঘ) দুর্যোগ সক্ষমতা সাথে মোকাবেলা । (ঙ) নতুন রাস্তা তৈরী এবং পুরাতন রাস্তা মেরামত করে যানচালাচলে সুবিধা করা। (ঘ) এলাকায় মানুষের কষ্ট লাগবের জন্য সেতু/কালভার্ট নির্মান করা। (ঙ) দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ।	দুর্বলতা ঃ (ক) জনবল কাঠামোর স্বল্পতা । (খ) চাহিদা তুলনায় কম বরাদ্দ পাওয়া। (গ) কার্য সম্পাদন ও তদারকি জন্য যানবাহন অপর্য্যাপ্ত এবং ত্রান সামগ্রী রাখার জন্য নিজস্ব গুদাম সল্পতা । (ঘ) প্রক্ষিণের জন্য আধুনিক সরঞ্জামের অভাব যেমন ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সরঞ্জামাদি।
সম্ভাবনা ঃ (ক) দুর্যোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করা (খ) দরিদ্র মানুষকে দরিদ্রতার থেকে মুক্ত করা। (গ) মানুষকে কর্মসংস্থান মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নত করা।	আশংকা ঃ (ক) পরিবেশগত সংকটাপন্নতার কারণে উন্নয়নের ব্যঘাত (খ) জলবায়ু পরিবর্তনে জলাবদ্ধতার কারনে বণ্যা, ভুমিকম্প, ঘুর্ণিঝড় সৃষ্টি হওয়ার আংকা।

৯। চিহ্নিত সমস্যাবলী এবং সমস্যার অগ্রাধিকার র‍্যাঙ্কিং ঃ

চিহ্নিত সমস্যা	গুরুত্বের মাত্রা	স্বউদ্যেগে করতে পারি	সরকারি সহযোতিায় করতে পারি	বেসরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	মোট	র‍্যাঙ্কিং
দুর্যোগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা	১০	৮	৯	৮	৩৫	১ম
গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার	১০	৭	৯	৮	৩৪	২য়
দরিদ্রতা	১০	৫	৮	৭	৩০	৩য়
সেতু/ কালর্ভাট	৮	৫	৯	৬	২৮	৪র্থ

১০। পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ঃ

ক্রঃ নং	কীকাজ করা দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ ও উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করা হবে
০১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	দুর্যোগে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা	মানুষের জীবন জীবিকা এবং জানমাল রক্ষার জন্য	ওয়ার্ড পর্যায়, ইউনিয়ন পর্যায় ও উপজেলা পর্যায়	সরকারী তহবিল/উপজেলা পরিষদ জি,আর -৫০০ মেঃ টন কম্বল -৫,০০০টি ঢেউ টিন -১০০ব্যান্ডেল নগদ টাকা - ৫,০০,০০০/-	সংশ্লিষ্ট গ্রাম বাসী ১০,০০০ জন	উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে
০১	গ্রামীন রাস্তা নির্মাণ	জনগণের চলাচলের ও উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য	ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	সরকারী তহবিল টি,আর- ১,০০০ মেঃ টন কাবিখা -১,০০০ মেঃ টন ইজিপিপি-১,৫০০০ টি কার্ড	সংশ্লিষ্ট গ্রাম বাসী ১০,০০০ জন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে
০২	সেতু কালভার্ট	জনগণের চলাচলের ও উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য	গ্রামীন রাস্তায়	সরকারী তহবিল ১০,০০,০০০/-	সংশ্লিষ্ট গ্রাম বাসী	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কার্যালয় তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,কচুয়া উপজেলা, চাঁদপুর।

২। অফিস পরিচিতি ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরটি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন উপজেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, যাহা বাংলাদেশের প্রতি উপজেলায় বিদ্যমান।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ উক্ত প্রতিষ্ঠান পল্লী পানি সরবারাহ, পৌর পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ পরিদর্শন, মনিটরিং ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৪। অফিসের জনবল কাঠামেঃ সহকারী প্রকৌশলী-১জন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী-১জন, সি সি টি-১জন, নলকূপ মেকানিক-৪জন, অফিস সহায়ক-১জন, নিরাপত্তা প্রহরী-১জন, স্যানিটেশন কাজের জন্য ম্যাশন-২জন, শ্রমিক-২জন।

অফিস প্রধানের পদবীঃ সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধীদপ্তর।

৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)ঃ নিরাপদ পানি সরবরাহ, এবং স্যানিটেশন কার্যক্রমের যাবতীয় কাজ পরিচালনা।

৬। ভিশনঃ সুস্বাস্থ্যের জন্য সু-পেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতি।

৭। মিশনঃ সকল পরিবারের জন্য সু-পেয় পানি সরবরাহ করন ও স্যানিটেশন পদ্ধতিতে জীবন যাপন করনের জন্য পরিবারের সকলকে উদ্বুদ্ধ করন।

৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (**SWOT**)ঃ

সক্ষমতা (Strength)	দুর্বলতা (Weakness)
১। অফিসের জনবলের ঘাটতি নাই। ২। ফিল্ড লেভেলে কাজ করার জন্য মোটর সাইকেল ও বাইসাইকেল বিদ্যমান। ৩। মাঠকর্মীগণ প্রশিক্ষিত ও ট্রেনিং প্রাপ্ত।	১। পানির গুনাগুন পরিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেডিসিনের অভাব। ২। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরিবারের প্রধানকে ও স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে স্বাস্থ্য শিক্ষা না দেয়ার কারণে স্যানিটেশন অগ্রগতি ব্যহৃত হচ্ছে। ৩। যানবাহনের জ্বালানী ও মেরামতের অভাব। ৪। কম্পিউটারের অভাব।
সম্ভাবনা (Opportunit)	ঝুঁকি (Threat)
১। প্রতি ৫০ জনের জন্য ১টি নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন। ২। প্রতি পরিবারের জন্য স্যানিটারী পায়খানা নিশ্চিত করন। ৩। বিভিন্ন এনজিও নিয়োজিত থাকার কারনে স্বাস্থ্য শিক্ষায় অনেকটা ভাল।	১। রাজনৈতিক চাপ। ২। এনজিওদের সময়মত সহযোগীতার অভাব।

৯। চিহ্নিত সমস্যাবলী এবং সমস্যার অগ্রাধিকার র‍্যাঙ্কিং ঃ

ক্রঃ নং	চিহ্নিত সমস্যা	গুরুত্বের মাত্রা	স্বউদ্যোগে করতে পারি	সরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	বেসরকারি সহযোগিতায় করতে পারি	মোট	র‍্যাঙ্কিং
১	প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস নাই	৩	১	৩	২	৯	২য়
২	প্রতি পরিবারের জন্য স্যানিটারী পায়খানা	৩	৩	৩	১	১০	১ম
৩	হাইজিনিক বিষয়ক গনসচেতনতা	৩	৩	১	১	৮	৩য়
৪	স্থাপিত উৎসের রক্ষনাবেক্ষন	৩	৩	১	১	৮	৩য়
৫	পানির গুনাগুন পরিক্ষা	৩	১	৩	৩	১০	১ম
৬	অফিসের আসবাবপত্রের অভাব	২	১	৩	১	৭	৪র্থ
৭	কম্পিউটার নাই	৩	-	৩	-	৬	৫ম
৮	মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই	৩	১	৩	১	৮	৩য়
৯	শৌচাগার ব্যবহার অনুপযোগী	৩	৩	১	১	৮	৩য়

১০। পঞ্চ বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনাঃ

ক্রঃ নং	কী কাজ করা দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ ও উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করা হবে
১	আর্সেনিকমুক্ত ৩৮ মিমি ব্যাসের গভীর নলকূপ স্থাপন	সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য	গ্রামীণ এলাকায়	সরকারী তহবিল/প্রকল্প	প্রতি ৫০ জনের জন্য ১টি হিসাবে	সরকারি ভাবে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে
২	গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প	স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনের জন্য	গ্রামীণ এলাকায়	জিওবি/এনজিও/ব্যক্তি পর্যায়	প্রতি পরিবারের জন্য	সরকারি ভাবে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে

৩	প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় গভীর নলকূপ স্থাপন	শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রীদের সুপেয় পানির সরবরাহের জন্য	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা সমূহে	প্রকল্প	প্রতি ৭৫জনের জন্য ১টি হিসাবে	প্রকল্পের মাধ্যমে
৪	প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় **wash Block** নির্মাণ	শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রীদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনের জন্য	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা সমূহে	প্রকল্প	প্রতি প্রতিষ্ঠানে ১টি হিসাবে	প্রকল্পের মাধ্যমে
৫	প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের মাঝে হাইজিন বিষয়ক শিক্ষা প্রদান	সু-স্বাস্থ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের জন্য	প্রতিষ্ঠান সমুহে	প্রকল্প	প্রতি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী অনুযায়ী	প্রকল্পের মাধ্যমে